রাঁচি, রবিবার
17:12:2023

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>068 >>30 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৬৮ >> << ৩০শে, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

ভিয়েতনাম সফর শেষে দেশে ফিরলেন চীনের প্রেসিডেন্ট

বেইজিং ঃ চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিসির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সি চিনপিংকে হ্যানয় বিমানবন্দরে বিদায় জানান ভিয়েতনামের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির চেয়ারম্যান ভুং দিন হিউ, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ভিয়েতনামের (সিপিভি) কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য ফান দিন ট্র্যাক, সিপিভি কেন্দ্রীয় কমিটির, লে হোয়ে ট্রং, সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি এবং সিপিভি সেন্ট্রাল কমিটির এক্সটারনাল রিলেশনস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য দল ও সরকারী নেতারা এবং স্থানীয় প্রতিনিধিরা। ভিয়েতনামে বসবাসকারী চীনা নাগরিক ও ভিয়েতনামের মানুষ হ্যানয়ের বিমানবন্দরের রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দুই দেশের জাতীয় পতাকা নেড়ে সিকে বিদায় জানান। প্রেসিডেন্ট সির স্ত্রীফেং লিইউয়ান, সিপিসি কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর স্থায়ী কমিটির সদস্য ছাই ছি, এবং পরারাষ্ট্রমন্ত্রী জননিরাপত্তামন্ত্রী ওয়াং সিয়াওহোংসহ সফরসঙ্গীরা একই ফ্লাইটে চীনে ফিরেছেন। দুইদিনের এই সফরে প্রেসিডেন্ট সি ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট ভো ফান থুয়ং, ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নুয়েন ফু চাও, ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম মিন চিনের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছেন।

বাজার দর

SENSEX : 71483.75 +969.55
NIFTY : 21456.65 +273.96

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
23.00 °c	09.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.05 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.23 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইন্দোনেশিয়ার আচেহর সাবাং শহরে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে

ইন্দোনেশিয়ার ঃ দুই সপ্তাহ ধরে ১৩৯ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশের ওয়েহ দ্বীপের সাবাং শহরে অবস্থান করছে।শরণার্থীদের দল একটি ভগ্নপ্রায় নৌকায় করে সেখানে পৌঁছেছিল। তারা এখন আচেহর সাবাং শহরের সাবাং ফ্রি ট্রাড জোন এবং ফ্রি পোর্ট অথরিটি (বিপিকেএস)'এর মালিকানাধীন সিটি ওয়ান পিয়ার এলাকার একটি স্থানে আশ্রয় নিয়েছে।স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শরণার্থীদের অস্থায়ীভাবে থাকার জন্য এবং প্রচন্ড রোদ ও বৃষ্টি থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য চারটি সাদা তাঁবু স্থাপন করেছে। এছাড়া বসার বা ঘুমানোর জন্য ত্রিপল রয়েছে। পর্যাপ্ত খাবার বা অন্যান্য সরবরাহ না থাকায় কিছু শরণার্থী বিশেষ করে শিশুরা অসুস্থ হতে শুরু করেছে। সবচেয়ে সাধারণ অসুস্থতার মধ্যে রয়েছে ত্বক ও মাথার চুলকানি সেখানে ডায়রিয়ার প্রকোপও রয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে কিছু শরণার্থী বলেছেন, তারা জানেন যে, ২ ডিসেম্বর সাবাং'এর লে মেউলি বিচের তীরে উদ্বাস্তুদের একটি দলকে নিয়ে আসা ভাঙা নৌকাটি তীরে ভেড়ার পর থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উপস্থিতি প্রত্যাখ্যান করেছিল। দিলওয়ার শা (৩০) নামে একজন রোহিঙ্গা শরণার্থী অনুবাদকের সাহায্যে ভয়েস অফ আমেরিকার সাথে কথা বলেছেন। ১৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমরা এখানে আসতে চেয়েছিলাম কারণ আমরা শুনেছিলাম আমাদের মতো অনেক রোহিঙ্গাকে আচেহর মানুষেরা বাঁচিয়েছে। তবে আপাতত এরপর কী হবে তা দেখার অপেক্ষায় আছে দিলওয়ার। দিলওয়ার বলেন, আমরা ইন্দোনেশিয়া আসার পর ইউএনএইচসিআর এসেছিল। ইউএনএইচসিআর আমাদের এটি (ব্রেসলেট) দিয়েছে। এটি দেয়ার পরে তারা (আর) আসেনি। তাই আমরা সবাই ইউএনএইচআরের জন্য অপেক্ষা করছি। আমরা সবাই আনন্দের সাথে তাদের জন্য অপেক্ষা করছি। দিলওয়ার বলেন, বাংলাদেশের ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি পাবার জন্য তাকে এবং অন্যান্য রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জাহাজের ক্যাপ্টেনকে কিছু টাকা দিতে হয়েছিল। তবে তিনি কত টাকা দিয়েছেন তা উল্লেখ করেননি। দিলওয়ার বলেন, তারা (জাহাজের ক্রু) প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে আলাদা আলাদাভাবে টাকা নিয়েছে। দিলওয়ার ২০১৭ সালে সহিংসতা এবং জাতিগোষ্ঠীগত গণহত্যার কারণে মিয়ানমার থেকে পালিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে বাংলাদেশের কক্সবাজারের এক শরণার্থী শিবির থেকে অন্য শরণার্থী শিবিরে চলে যান।তবে তিনি ও তার সাথে আরও মানুষ উন্নত জীবন খোঁজার উদ্দেশ্যে পরবর্তীতে ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সাক্ষাৎকারের শেষে তিনি বলেন, আমরা জীবন বাঁচাতে ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমাদের স্কুলে পড়ার সুযোগ ছিল না, আমাদের কিছুই ছিল না।আমাদের কিছু ছিল না বলে আমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারিনি।শেষ পর্যন্ত আমরা ইন্দোনেশিয়া আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

যুদ্ধের উসকানিদাতা হিসেবে রাশিয়ার অর্থোডক্স গির্জার প্রধানকে তালিকাভুক্ত করল ইউক্রেন

ইউক্রেন ঃ রাশিয়ার অর্থোডক্স গির্জার প্রধান কিরিলকে যুদ্ধের উসকানিদাতা হিসেবে তালিকাভুক্ত (ওয়ান্টেড তালিকা) করেছে ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। কিরিল ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে উসকানি দিচ্ছেন বলে ইউক্রেনের নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলার পর গতকাল শুক্রবার এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ইউক্রেনে রুশ হামলার সমর্থক হিসেবে তাঁকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

তবে যুদ্ধের উসকানিদাতা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হলেও ইউক্রেনের এ পদক্ষেপকে একেবারে প্রতীকী বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, কিরিল রাশিয়ায় আছেন, তিনি গ্রেপ্তারের হুমকিতে নেই।

রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলা যাজকদের প্রভাব নির্মূল করতে এটি ইউক্রেনের নেওয়া সর্বশেষ পদক্ষেপ।

ইউক্রেনের মন্ত্রণালয়ের তালিকায় কিরিলের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তিনি বিচারপূর্ববর্তী তদন্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লুকিয়ে আছেন। গত ১১ নভেম্বর থেকে তিনি নিখোঁজ। তালিকায় প্রকাশিত ছবিতে কিরিলকে যাজকের পোশাকে দেখা গেছে।

রুশ গির্জার সঙ্গে একসময় সরাসরি যুক্ত ছিল এমন অর্থোডক্স গির্জার একটি শাখা এবং কিরিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে মামলা করেছে কিয়েভ কর্তৃপক্ষ।

গির্জার ওই শাখাটিকে নিষিদ্ধ করতে কিয়েভে একটি বিল পাসের কথা ভাবা হচ্ছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরুর পর ওই গির্জা অনেক ধর্মযাজককে হারিয়েছে। গির্জাটির কর্তৃপক্ষ বলেছে, ২০২২ সালের মে মাসে মস্কোর সঙ্গে তারা সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

গত মাসে ইউক্রেনের নিরাপত্তা বাহিনী এসবিইউর এক নথিতে বলা হয়, কিরিল তাঁর ধর্মীয় পরিচিতির মধ্য দিয়ে ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করছেন। তিনি রাশিয়ার সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন।

মস্কোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গির্জার শাখাটির ধর্মগুরু এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে বেশ কয়েকটি মামলা করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

কিরিল এসব পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে। গির্জার ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে ইউক্রেন যে পদক্ষেপ নিচ্ছে, তা বন্ধে ব্যবস্থা নিতে বিশ্বের ধর্মীয় নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

রাশিয়ার গির্জার এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা আরআইএকে বলেন, কিরিলকে তালিকাভুক্ত করার বিষয়টি হাস্যকর। ভ্লাদিমির লেগোইদা নামের ওই কর্মকর্তা অভিযোগ করেছেন, ইউক্রেনের কর্তৃপক্ষ যাজকদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন।

চীনের প্রভাবের বিপরীতে আফ্রিকায় বিনিয়োগ যুক্তরাষ্ট্রের

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্র গত বছরে আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে কয়েকশো চুক্তি করেছে যার পরিমাণ ১৪২০ কোটি ডলার। এই মহাদেশে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে ঠেকাতে চেষ্টা করছে ওয়াশিংটন।

'প্রসপার আফ্রিকা' বাণিজ্য ও ব্যবসা সংক্রান্ত উদ্যোগের সমন্বয়ক ব্রিটিশ রবিনসনের বক্তব্য অনুযায়ী, ৫৪৭টি নতুন বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তি বুঝিয়ে দিচ্ছে, ২০২২ সালে সম্পন্ন হওয়া চুক্তির সংখ্যা ও মূল্যের থেকে এটি ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসপার আফ্রিকা এমন একটি কর্মসূচি যা যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে যুক্ত করেছে।

রবিনসন বলেন, প্রেসিডেন্সিয়াল ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্যোগের লক্ষ্য হল, দ্বিমুখী বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রবাহকে সচল করে কৌশলগত ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে মজবুত করা এবং এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে তরুণরাই চাবিকাঠি। ১২ ডিসেম্বরে এক ভার্চুয়াল মিডিয়া বিবৃতিতে রবিনসন বলেন, আফ্রিকার বাজারের অসাধারণ সম্ভাবনা ও গতিশীলতাকে ক্রমান্বয়ে স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী। এই মহাদেশে বিশ্বের সবচেয়ে তরুণ জনসংখ্যার বাস। কার্যকর ব্যবসায়িক চুক্তির জন্য উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করে দেবে এই জনসম্পদ। এই ব্যবসায়িক চুক্তি চাকরি তৈরি করবে ও পারস্পরিক সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলবে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের আফ্রিকা বিষয়ক ঊর্ধ্বতন পরিচালক জুড ডেভারমন্ট বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি একটি রেকর্ড সৃষ্টিকারী বছর। যুক্তরাষ্ট্র তিন বছরের মধ্যে ৫৫০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি পালন করতে চলেছে। ডেভারমন্ট আরও বলেন, গত কয়েক বছরে এই মহাদেশ থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলি উঠে এসেছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল আফ্রিকা ফ্রি কন্টিনেন্টাল ফ্রি ট্রেড এরিয়া (এএফসিএফটিএ)। আমরা এএফসিএফটিএর সঙ্গে একটি মেরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষর করেছি।

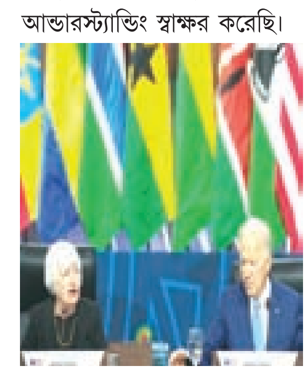

ইসরাইল গাজাঃ লোহিত সাগরে পণ্যবাহী জাহাজে আবার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

গাজা ঃ যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বলেছেন, ইয়েমেনের বিদ্রোহী-নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে শুক্রবার একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হয়েছিল। এই ক্ষেপণাস্ত্র বাব আল-মান্দেব প্রণালীর কাছে লোহিত সাগরে একটি লাইবেরীয় পণ্যবাহী জাহাজে আঘাত হানে। আগেই আক্রান্ত একটি জাহাজকে নিশানা করতে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে আপাতভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

এক কর্মকর্তা এই জাহাজকে এমএসসি প্যালাটিয়াম ৩ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন, কেউ আহত হয়েছে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই কর্মকর্তা আরও জানিয়েছেন, বাহ্যত এই ক্ষেপণাস্ত্রের লক্ষ্যবস্তু ছিল আল জাসরাহ। শুক্রবার সকালের দিকে অন্য এক ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে আল জাসরাহতে আগুন ধরে গিয়েছিল। সালভোতে নিক্ষিপ্ত আরেকটি ক্ষেপণাস্ত্র জাহাজ দু'টিতে আঘাত হানতে ব্যর্থ হয়েছে।

গোয়েন্দা বিভাগীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে নাম না প্রকাশ করার শর্তে কথা বলেছেন এই কর্মকর্তা। জাহাজের অপারেটর এমএসসি-কে মন্তব্যের জন্য অনুরোধ করা হলেও তারা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানাননি। ইয়েমেনে ইরানের মদতপুষ্ট হুথি বিদ্রোহীরা এই দুটি হামলার কোনটিরই দায় নিতে অস্বীকার করেছে।

এই হামলা হুথি বিদ্রোহীদের অভিযানকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। লোহিত সাগর ও কৌশলগত বাব আল-মান্দেব প্রণালীতে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দায় স্বীকার করেছে হুথি।

ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ ও গাজা ভূখণ্ডকে নিশানা করে ইসরাইলের আকাশ ও স্থলপথে আক্রমণের পাল্টা জবাবে এই হামলা। যদিও আক্রমণ অব্যাহত থাকায় বিদ্রোহীদের হামলার নিশানায় থাকা জাহাজগুলির সঙ্গে যুদ্ধের যোগসূত্র আরও ক্ষীণ বা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জি ইনফর্মেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বক্তব্য অনুযায়ী, বাব আল-মান্দেব প্রণালীর সবচেয়ে সরু পরিসরটি মাত্র ২৯ কিলোমিটা (১৮ মাইল) প্রশস্ত। এর ফলে দুটি চ্যানেলেই অভ্যন্তরীণ ও বহির্মুখী জাহাজ চলাচল সীমিত। সমুদ্রে বাণিজ্য করা সমস্ত তেলের প্রায় ১০ শতাংশ এর মধ্য দিয়ে যায়।

হামলা ▶ ন'মাস আগে চণ্ডীগড় বিমানবন্দরের কাছে কৃষক আন্দোলনের সময় আরও একটি বৈঠক হয় এই ছ'জনের। যেখানে পুরো পরিকল্পনাটির ছক কষা হয়

পান্নুন হত্যাচেষ্টা নিয়ে দিল্লিকে সতর্ক করলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত পাঁচ মার্কিন কংগ্রেস সদস্য

নয়া দিল্লি (এজেন্সী)ঃ ভারতীয় বংশোদ্ভূত পাঁচ মার্কিন কংগ্রেস সদস্য বলেছেন, গুরপতবন্ত সিং পান্নুন হত্যাচেষ্টার ষড়যন্ত্রের তদন্ত ঠিকমতো না করলে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ওই পাঁচ মার্কিন প্রত্যেকেই শাসক ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্য। পান্নুন হত্যাচেষ্টার ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর গতকাল শুক্রবার তাঁরা এক বিবৃতিতে ওই কথা বলেন।

ওই পাঁচ সদস্য বিবৃতিতে বলেছেন, দুই দেশের সম্পর্ক দিন দিন উন্নত হচ্ছে। কিন্তু এ ঘটনার যথাযথ তদন্ত গুরুত্বের সঙ্গে না করলে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক খুবই খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাঁদের দাবি, এমন ধরনের অভিযোগ ভবিষ্যতে যাতে না ওঠে, সে বিষয়ে ভারত সরকারকে আশ্বাস দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের ওই পাঁচ নির্বাচিত সদস্য হলেন অ্যামি বেরা, রো খান্না, প্রমীলা জয়পাল, রাজা কৃষ্ণমূর্তি ও শ্রী থানেদার। তাঁরা প্রত্যেকেই কংগ্রেসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য। যুক্তরাষ্ট্রের শিখ নাগরিক গুরপতবন্ত সিং পান্নুন, যিনি 'শিখস ফর জাস্টিস' সংগঠনের নেতা এবং স্বাধীন খালিস্তান গঠনের দাবিতে আন্দোলন করছেন, তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র ও সেই অভিযোগে চেক প্রজাতন্ত্র থেকে ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তকে গ্রেপ্তার সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন ওই পাঁচ কংগ্রেস সদস্যকে সবকিছু জানান। তারপরই তাঁরা ভারতের উদ্দেশে ওই বিবৃতি দিলেন।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত হওয়ায় ওই কংগ্রেস সদস্যরা নিজেদের 'সমোসা গোষ্ঠী' (সমোসা ককাস) বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন, 'মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে আমাদের নিজেদের মানুষের নিরাপত্তা ও মঙ্গলচিন্তাই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার। যে অভিযোগ আনা হয়েছে (ভারতের বিরুদ্ধে), তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক।'

যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ ভারত উড়িয়ে দেয়নি। অভিযোগ তদন্ত করে দেখতে কমিটিও গঠন করা হয়েছে। বিবৃতিতে পাঁচ কংগ্রেস সদস্য সে জন্য ভারতের উদ্যোগকে স্বাগতও জানিয়েছেন। তবে সেই সঙ্গে বলেছেন, 'পূর্ণ তদন্ত করা জরুরি। তদন্ত শেষে দোষীর সাজা হওয়াও জরুরি। আরও জরুরি ওই ঘটনায় কোনো সরকারি কর্তা জড়িত থাকলে সেই দায় বর্তানো এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যে হবে না, তা নিশ্চিত করা।'

ওই পাঁচ কংগ্রেস সদস্য বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক দেশ দুটির জনগণের জীবনযাত্রায় অর্থপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। তাঁদের চিন্তা ও অভিযোগ যথাযথভাবে বিবেচিত না হলে এ সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

পান্নুন হত্যা ষড়যন্ত্রে ভারতের জড়িত থাকার অভিযোগ যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, যুক্তরাষ্ট্র যে বিষয়ের নিষ্পত্তি দেখতে চায়, ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদের 'ব্রিফিং' করার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট। সেই কারণে ওই পাঁচ সদস্যের বিবৃতি ভারতের প্রতি একধরনের 'হুঁশিয়ারি' বলে মনে করা হচ্ছে।

পান্নুন হত্যাচেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তর পরিবার গতকাল ভারতের সুপ্রিম কোর্টে বিচারিক সহযোগিতা চেয়ে এক 'হেবিয়াস কর্পাস' আবেদন করে। বিচারপতি সঞ্জীব খান্না প্রথমে আবেদন গ্রহণে অস্বীকার করলেও পরে তা শুনানির জন্য ৪ জানুয়ারি দিন ধার্য করেছেন।

আবেদনে নিখিলের পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়, গ্রেপ্তার ব্যক্তি আদৌ এসবের সঙ্গে যুক্ত নন। তিনি দিল্লিনিবাসী। আইন মেনে চলা নিরীহ এক ভারতীয় নাগরিক। ব্যবসা করেন। স্ত্রী, দুই ছেলে ও মাকে নিয়ে থাকেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, গত ৩০ জুন চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগ বিমানবন্দরে নামার পর তাঁকে কোনো কারণ না দেখিয়েই আটক করা হয়। জবরদস্তি করে একটা কালো গাড়িতে বসানো হয়। তাঁর ফোনে জোর করে কিছু একটা লাগানো হয়। ওই সব ব্যক্তি নিজেদের 'আমেরিকান এজেন্ট' বলে পরিচয় দেন এবং তাঁর ছবি তোলেন।

নিখিলের আবেদনে বলা হয়, জেলখানায় তাঁকে অপরাধের স্বীকারোক্তি দিতে জোর খাটানো হয়েছে। বলা হয়, অপরাধের স্বীকারোক্তি দিলেই তাঁকে স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হবে। অন্যথায় কোনো দিনই পরিবারের কাউকে দেখতে পাবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি স্বীকারোক্তি দেননি। তিনি ন্যায়বিচার চান। নিখিল বলেছেন, তিনি ধর্মপ্রাণ হিন্দু। নিরামিষভোজী। জেল কর্তৃপক্ষকে বারবার তা বলা সত্ত্বেও তাঁকে ১০ থেকে ১১ দিন জোর করে মাংস খাওয়ানো হয়েছে গরু ও শুয়োরের মাংস। এতে তাঁর ধর্মীয় ও ব্যক্তি-অধিকার হরণ করা হয়েছে। আবেদনে তিনি বলেছেন, একটা সময় তাঁকে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়। কারণ, তাঁর নাকি রক্তে সংক্রমণ ব্যাধি হয়েছে। অথচ তাঁকে কোনো স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট দেখানো হয়নি।

নিখিল অভিযোগ করেন, বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও প্রাগে ভারতীয় দূতাবাস থেকে কোনো সাহায্য তিনি পাননি। তিনি চান, ভারত সরকার তাঁকে আইনগত সহায়তা দিক।

সেদ্ধ চালের দাবিতে রেশন ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকরা

জলপাইগুড়ি ঃ সেদ্ধ চালের দাবিতে রেশন ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকরা। প্রতিবাদে রেশনের আতপ চাল নিতে অস্বীকার গ্রাহকদের।ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি ব্লকের বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দাংধরির মান্তাপাড়ায়। ঘটনাকে ঘিরে বৃহস্পতিবার চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। দীর্ঘদিন থেকেই রেশন থেকে আতপ চাল দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এদিন গ্রাহকরা আতপ চাল নিতে অস্বীকার করেন।পাশাপাশি রেশন নেওয়াও তারা বন্ধ করে দেন।গ্রাহকদের মধ্যে ওসমান আলী বলেন, দীর্ঘ পাঁচ মাস থেকে আতপ চাল দেওয়া হচ্ছে। আমরা রেশনের চাল খেয়েই বেঁচে আছি। কিন্তু আতপ চাল এখন থেকে আমাদের আর নেওয়া সম্ভব নয়। আমরা সেদ্ধ চাল চাই। তাই রেশন নেওয়া আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। একই বক্তব্যও অন্যান্য গ্রাহকদেরও। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রেশন ডিলারের তরফে জানানো হয় সরকার থেকে এখন আতপ চালই দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে তাদের কিছু করার নেই।

বিজেপির বিকশিত ভারত রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে ফের উত্তেজনা কোচবিহারে

কোচবিহার ঃ বিজেপির বিকশিত ভারত রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে ফের উত্তেজনা কোচবিহারে। গত সোমবার বিজেপির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রচারে বিকশিত ভারত রথযাত্রার সূচনা করার আগেই পুলিশের অনুমোদন না থাকায় বিকশিত ভারত রথযাত্রা আটকে দেয় পুলিশ প্রশাসন। বিকশিত ভারত রথযাত্রার প্রতিবাদে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তৃণমূল কংগ্রেস। রথে লাগানো নরেন্দ্র মোদির পোস্টারে কালি ছিটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর বিজেপির পক্ষ থেকে পুলিশের অনুমতির জন্য আবেদন করলেও বিকশিত ভারত রথযাত্রার অনুমোদন দেয়নি পুলিশ প্রশাসন। এরই প্রতিবাদে আজ কোচবিহার দুই নম্বর ব্লকের পুন্ডিবাড়ি এলাকায় একটি মিছিল সংগঠিত করে বিজেপি। বিজেপির জেলা সভাপতি তথা কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকুমার রায় এবং মাথাভাঙ্গার বিধায়ক সুশীল বর্মন এর নেতৃত্বে পুন্ডিবাড়ি বাজার এলাকায় মিছিলটি সংঘটিত হয়। মিছিল চলাকালীন তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় সামনে বিজেপি এবং তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।অভিযোগ ওঠে বিজেপির মিছিল চলাকালীন তৃণমূল কর্মীরা লাঠি গুছিয়ে বিজেপির মিছিলে হামলার চেষ্টা করে। এরপরই পুন্ডিবাড়ী বাজার সংলগ্ন এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি কর্মীরা। একই সঙ্গে এদিন অবরোধ শেষে পুন্ডিবাড়ী থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি কর্মীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়ন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস জেলা জুড়ে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি করছে কিন্তু বিজেপি কোনো কর্মসূচি করতে গেলেই পুলিশ প্রশাসন বাধা দিচ্ছে। দেশজুড়ে এই বিকশিত ভারত রথযাত্রা চলছে। কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু কোচবিহারে পুলিশ প্রশাসন তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়ে রথযাত্রা আটকে দিয়েছে। মিছিল চলাকালীন তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী মিছিলে হামলার চেষ্টা করে। এরই প্রতিবাদে আজ জাতীয় সড়ক অবরোধকারী বিজেপি কর্মীরা। অপরদিকে তৃণমূলের দাবি মিছিল থেকে তৃণমূলের উপর হামলার চেষ্টা হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি সজল সরকার বলেন, গতকাল পুন্ডিবাড়ি বাজার এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি কর্মসূচিতে বিজেপি হামলা চালায়। এরই প্রতিবাদে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় সামনে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচির আযোজন করা হয়েছিল। বিজেপি মিছিল করার সময় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে থাকা তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলার চেষ্টা করে। বিজেপি যদি মনে করে তারা হামলা করে পার পেয়ে যাবে তা হবে না। তৃণমূল কর্মীরা হাতে চুরি পড়ে বসে নেই।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জের তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক সোহরাব আলি ও তৃণমূল সমর্থক ব্যবসায়ী ইমতিয়াজ আলি সহ আরো দুই ব্যবসায়ী মহেন্দ্র শর্মা এবং সুজিত সিং এর ঘরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযান

পশ্চিম বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জের তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক সোহরাব আলি ও তৃণমূল সমর্থক ব্যবসায়ী ইমতিয়াজ আলি সহ আরো দুই ব্যবসায়ী মহেন্দ্র শর্মা এবং সুজিত সিং এর ঘরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযান। এদিন সকাল ৫টা ২০ মিনিটে একসাথে তাদের আসানসোল ও কোলকাতা স্থিত বাড়ি ও কার্যালয়গুলিতে অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় সংস্থা। পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল বার্নপুর অঞ্চলের রহমতনগরে থাকেন রানিগঞ্জের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সোহরাব আলি। তার ঘরে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে বুধবার সকাল ৫টা ২০ মিনিটে হাজির হয়। শুরু হয় তদন্ত ও তল্লাশি অভিযান। এর কিছুক্ষণ পরেই জানা যায় বার্নপুরের ধরমপুরে বসবাসকারী তৃণমূল সমর্থিত ব্যবসায়ী ইমতিয়াজ আহমেদের ঘর ও কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা পৌঁছে গিয়েছে। এছাড়াও তৃণমূলের ওই দুই নেতার কোলকাতার পার্কস্ট্রিট ও তপসিয়ার বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দল অভিযান শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি আসানসোলের আরো এক বড় ব্যবসায়ী মহেন্দ্র শর্মার ঘর ও তার কার্যালয়ে এবং ইমতিয়াজের ঘনিষ্ঠ সুজিত সিং এর বাড়িতেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দল তদন্তের স্বার্থে পৌঁছে যায় এদিন। উল্লেখ্য তৃণমূলের দুই নেতাই আসানসোলে যথেষ্ট প্রভাবশালী হিসাবে পরিচিত। প্রাক্তন বিধায়ক সোহরাব আলির স্ত্রী নার্গিস বানো বর্তমানে আসানসোল পুরনিগমের ৮২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার। এছাড়াও তৃণমূলের প্রভাবশালী দুই নেতার নানার কারবার ও ব্যবসা রয়েছে যা আসানসোল থেকে কোলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত।

গঙ্গাসাগর মেলার আগে কপিলমনি মন্দিরের পাশে বিধ্বংসী আগুন পুড়ে ছাই তিনটি বাড়ি

গঙ্গাসাগর ঃ ২০২৪ এর গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে মেলা প্রস্তুতির কাজ। আগামী বছর জানুয়ারির ১২ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪। আরে মেলাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের তৎপরতা চোখে পড়ার মতন। এরই মধ্যে ঘটলো অঘটন মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা গঙ্গাসাগরে কপিলমুনি মন্দিরের পাশে বিধ্বংসী আগুন দেখতে পাই এলাকাবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গঙ্গাসাগরে পাঁচ নম্বর রাস্তায় স্নান ঘাটের কাছে হঠাৎই একটি বাড়িতে আগুন দেখতে পায় গ্রামবাসীরা। এরপর মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে বাড়িতে। এরপর স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে পাশাপাশি খবর দেয়া হয় গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশকে এবং দমকলকে। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে পৌঁছেছে ।যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছে দমকল আধিকারিকেরা। দমকলে প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে এই আগুন লেগেছে। দমকল আসার আগে বিধ্বংসী আগুনে সম্পূর্ণ ভৎসীভূত হয়ে গিয়েছে তিনটি বসত বাড়ি। এ বিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা রাবিয়া বিবি বলেন, হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় পাশে দেখতে বাড়িতে আগুন লেগে যায় এরপর মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

মহানন্দা নদীর চরে নিষিদ্ধ শব্দ বাজি নিষ্ক্রিয় করলো সেনাবাহিনী ও পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ শব্দবাজি নিষ্ক্রিয় করলো এনজেপি থানার পুলিশ ও সেনাবাহিনী।বৃহস্পতিবার নৌকাঘাট সংলগ্ন মহানন্দা নদীর চরে শব্দবাজি গুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়।গোটা দেশে শব্দবাজি নিষিদ্ধ হলেও বেশকিছু অসাধু ব্যবসায়ী চুপিসারে ব্যবসা করে আসছে।চলতি বছরে এনজেপি থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রায় ১০ টন নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করে।পরবর্তীতে আদালত নির্দেশ দেয় এই শব্দবাজি গুলিকে নিষ্ক্রিয় করার।সেইমত সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার মহানন্দা নদীর চরে এই শব্দবাজি গুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হল।শব্দবাজি নিষ্ক্রিয় করার সময় যাতে কোনরকম দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রস্তুত ছিল দমকল বাহিনী।এদিন উপস্থিত ছিলেন সেনাবাহীনির লেফটেন্যাঃট কর্নেল বি মিত্র ও এনজেপি থানার এসআই গৌতম লস্কর সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

১৫ই ডিসেম্বর থেকে শিলিগুড়িতে শুরু হতে চলেছে শিলিগুড়ি ট্যুরিজম ফেয়ার

শিলিগুড়ি ঃ চলতি মাসের ১৫ তারিখ থেকে শিলিগুড়িতে শুরু হতে চলেছে শিলিগুড়ি ট্যুরিজম ফেয়ার।বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে এমনটাই জানান আযোজক সংস্থার সদস্যরা। ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত শিলিগুড়ির সিটি সেন্টারে এই পর্যটন মেলার আযোজন করা হবে। ব্লু আই ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তর, জিটিএ , ACT, EHTTOA, HHTDN সহ অন্যান্য পর্যটন সংগঠনের পক্ষ থেকে এই মেলার আযোজন করা হচ্ছে। রাজ্য পর্যটন দপ্তর এবং পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মানুষের উপস্থিতিতে এই মেলার উদ্বোধন করা হবে। এই মেলার মধ্যে পর্যটনের ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

দীর্ঘ ১৩ বছর পর শিলিগুড়িতে এলেন বৌদ্ধ ধর্ম গুরু দলাই লামা

শিলিগুড়ি ঃদীর্ঘ ১৩ বছর পর শিলিগুড়িতে এলেন বৌদ্ধ ধর্ম গুরু দলাই লামা। শিলিগুড়ির শালুগাড়া এলাকাতে অবস্থিত সেদ গুয়েড মনেস্ট্রিতে আসেন তিনি। সেখানে টিবেটান ধর্ম নিয়ে শিক্ষা দান করেন। এদিন দার্জিলিং, কালিম্পং, সিকিম, ডুয়ার্স সহ পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল,ভুটান থেকে প্রায় ২০০০০ ভক্তদের সমাগম হয় ওই মনেস্ট্রিতে। জানা যায় এদিনের এই কর্মসূচি শেষে তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। চলতি মাসে তিনি সিকিম আসেন এবং আজ সিকিম থেকে শিলিগুড়িতে আসেন তিনি। তার এই সফরকে ঘিরে শালুগাড়া এলাকাতে করা নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় থাকতে দেখা যায়। মোতায়েন করা হয় পুলিশ বাহিনী। একইসঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক এডিসিপি, ডিসিপি সহ অন্যান্যরা। এদিনের বিশেষ অতিথি হিসেবে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

দশ দফা দাবির ভিত্তিতে গ্রামীণ ডাক সেবকদের অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু

আলিপুরদুয়ারঃ সারা ভারত ডাক কর্মচারীদের ডাকে গ্রামীণ ডাক সেবকদের অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু হল মোট দশ দফা দাবীর ভিত্তিতে তাদের এই ধর্মঘট। এদিন আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় ডাকঘরের সামনে গ্রামীণ ডাক সেবকরা বিক্ষোভ দেখায়। এছাড়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় ডাকঘরে সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি করে আন্দোলনকারীরা। তাদের ধর্মঘটের জেরে গ্রামীণ ডাক পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে।

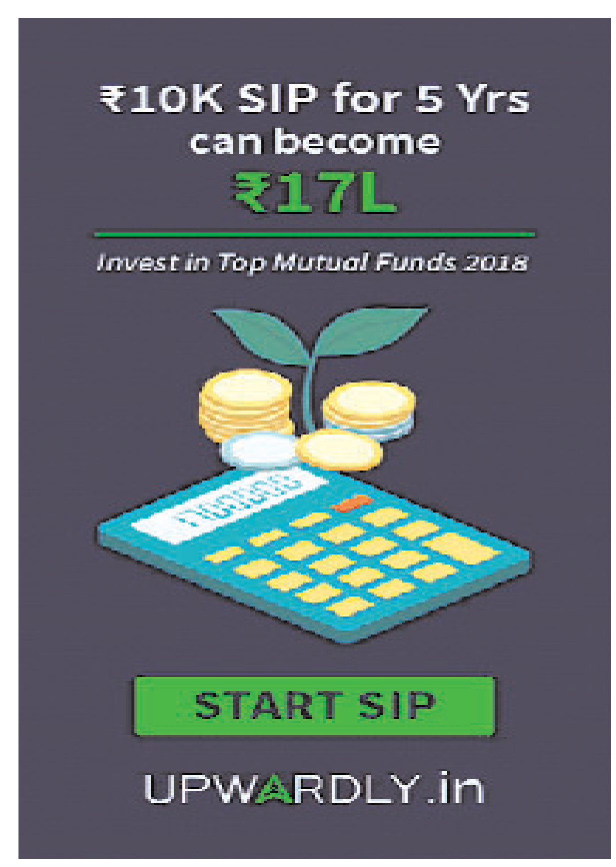

এবার জি আই পেতে চলেছে বারুইপুরের পেয়ারা

বারুইপুরঃ বারুইপুর মানেই পেয়ারা ।ফলের নামেই পরিচয় বারুইপুর এলাকার। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মাঝ বরাবর বয়ে চলা আদিগঙ্গার দুপারের এই এলাকার মাটি খুবই উর্বর। বারুইপুরের আনাচে কানাচে ঘুরলেই সে ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, কলা থেকে শুরু করে সব ধরনের ফলের গাছ মিলবে বারুইপুর পূর্ব ও পশ্চিম বিধানসভা এলাকা জুড়ে। তবে এসবের মধ্যেও বারুইপুরকে মানুষ চেনে তার পেয়ারার নামে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারি, মহারাষ্ট্র থেকে মধ্যপ্রদেশ সব এলাকার মানুষের কাছেই বারুইপুরের পেয়ারা এক অন্য অনুভূতি।

বারুইপুরের পেয়ারার স্বাদগন্ধ এক কথায় অতুলনীয় এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর। আর তাই পেয়ারা এবার জি আই তকমা পেতে চলেছে সেই পেয়ারা। ইতিমধ্যেই বারুইপুরের পেয়ারা দেশবিদেশে রফতানির ফলে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। আর এবার জি আই তকমা পেলে এই পেয়ারার চাহিদা যে আরও বাড়বে, চাষিরা ভালো দাম পাবেন বলে আশাবাদী। ফলে ইতিমধ্যেই আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছেন বারুইপুরের পেয়ারা চাষিরা।এদিকে বারুইপুরের পেয়ারা ব্যবসায়ীদের দাবি জিআই হলে তারা পেয়ারার সঠিক দাম পাবেন। কিন্তু বর্তমানে তাদের কাছ থেকে কম দামে পেয়ারা কিনে ফোড়ের দল অধিক মুনাফা লাভ করছে। জিআই হলে এই অসাধু চক্র ধাক্কা খাবে।প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ,এর আগে বাংলার রসগোল্লা এই স্বীকৃতি পায়। এবার পেতে চলেছে বারুইপুরের 'রাজভোগ' তথা পেয়ারা। এ বিষয় এক চাষী মোহন বিশ্বাস তিনি বলেন, আমি ৩০ বছর ধরে এই পেয়ারা চাষ করে আসছি শুধুমাত্র পেয়ারা নয় আম, জামরুল ,লিচু সহ বিভিন্ন ফল আমি চাষ করি। কিন্তু গোটা বিশ্বের কাছে বারাইপুর বলতেই। বিশ্বের লোক মনে করে বারাইপুরের পেয়ারা। এই জি আই তকমা পেলে আমাদের খুব ভালো হয়। এর ফলে লাভের মুখ খানিকটা আমরা দেখতে পাবো। পেয়ারা সংরক্ষণ করা হবে । জিআই তকমা পাওয়ার খবর বারুইপুরের চাষি মহলে যেন আনন্দের হওয়া ।

ঔষধের দোকান থেকে ভুল ঔষধ খেয়ে গুরুতর অসুস্থ এক তিন বছরের শিশু

কৃষ্ণনগর ঔষধের দোকান থেকে ভুল ঔষধ খেয়ে গুরুতর অসুস্থ এক তিন বছরের শিশু। আশঙ্কা জনক অবস্থায় কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতার উদ্দেশ্যে। পরিবার এবং পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার দুপুর নাগাদ ওই শিশুটির বাবা কৃষ্ণনগরের একটি ওষুধের দোকান থেকে ঔষধ কেনেন। হঠাৎ মঙ্গলবার সকাল থেকে শিশুটিকে ঔষধ খাওয়ানোর পর থেকেই অসুস্থ হতে থাকে সেই শিশুটি। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখেন শিশুটিকে যে ঔষধ খাওয়ানো হয়েছিল সেগুলো আসলে বয়স্ক মানুষের নার্ভের ওষুধ। বিষয়টি সদর হাসপাতাল থেকে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় জানানো হলে ঘটনাস্থলে আসে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালী থানার পুলিশ। পুলিশ এসে ফার্মেসির মালিক কে জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বর্তমানে শিশুটি কলকাতায় চিকিৎসাধীন।

হলদিয়া বন্দরে শ্রমিক বিক্ষোভের জেরে ফিরে গেল পণ্যবাহী জাহাজ

হলদিয়া ঃ শিল্পনগরী হলদিয়া বন্দরের শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রেখে লাগাতার বিক্ষোভে সামিল হলেন।শ্রমিক বিক্ষোভের জেরে অচল অবস্থা তৈরি হয়েছে হলদিয়া বন্দরে । হলদিয়া বন্দরে কার্গো হ্যান্ডেলিং এর একটি সংস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখায় ।শ্রমিকদের অভিযোগ, তাদের বেতন থেকে পিএফ এর টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে ।এই অভিযোগের শ্রমিকরা মঙ্গলবার দুপুর থেকে শুরু করেছে হলদিয়া বন্দরের মধ্যে বিক্ষোভ । এই সংস্থার বেশিরভাগ শ্রমিকরাই জাহাজের পণ্য উঠান আমার কাজ করে। বন্দরের অচলাবস্থা থাকায় বন্ধুরমুখী জাহাজকে ফিরিয়ে দিতে হয়। জানা যায় রাত অবধি কোন সমাধান সূত্র মেলেনি । ব্যাপক ক্ষুব্ধ বন্দর কর্তৃপক্ষ । বিষয়টি নিয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ রাজ্য প্রশাসন কেউ জানিয়েছে । কার্গো হ্যান্ডেলিং সংস্থার ডাম্পারের ড্রাইভার হেল্পার দুপুর থেকে গাছ বন্ধ রেখেছে ।সংস্থার মাধ্যমে জানতে পারা যায় , নতুন সার্কুলার অনুযায়ী শ্রমিকদের বেসিকের টাকা বাড়িয়ে দিয়ে , সেখান থেকে পিএফ এর টাকা কাটা হচ্ছে । যাতে ভবিষ্যতে শ্রমিকরা বেশি টাকা পেনশন পায়। ।কিন্তু এই বিষয়ে শ্রমিকরা সম্পূর্ণ নারাজ । শ্রমিক ইউনিয়ন আইএনটিইউসি বন্দরের এই বন সমর্থন করেন না বলে জানিয়েছেন ।

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বড় সাফল্য পেল শিলিগুড়ির আবগারি দপ্তর

শিলিগুড়ি গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বড় সাফল্য পেল শিলিগুড়ির আবগারি দপ্তর। শিলিগুড়ির পাঞ্জাবি পাড়া এলাকায় গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ সহ এক মহিলাকে গ্রেফতার করল আবগারি দপ্তর। ধৃত ওই মহিলার নাম সুমন জৈন। আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে ভৃত ওই মহিলা শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গায় এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়িতে অবৈধভাবে মদ সাপ্লাই দিতেন। বিষয়টি আবগারি দপ্তরের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসার পর বুধবার দুপুর দুটো নাগাদ ওই এলাকায় অভিযান চালায় দপ্তর। জানা গিয়েছে মহিলা ভুটান থেকে ওই মতগুলি চোরা পথে শিলিগুড়িতে নিয়ে এসে বিভিন্ন জায়গায় সাপ্লাই করত। উদ্ধার হওয়া মদের আনুমানিক বাজার মূল্য ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এই চক্রে আরো কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে আফগারি দপ্তর।

স্ত্রী ধর্ম পরিবর্তন করায় গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী স্বামী

নদীয়া ঃ স্ত্রী করেছে ধর্ম পরিবর্তন, এরপর থেকেই শুরু হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি। এদিন অশান্তি চরমে ওঠায় স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে মানসিক অবসাদে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী স্বামী। ঘটনাটি নদীয়ার শান্তিপুর ফুলিয়ার প্রফুল্লনগরের। জানাযায় মৃত ব্যক্তির নাম রোহান চৌধুরী বয়স আনুমানিক ৩৪ বছর। রোহানের শ্বশুর বাড়ি ত্রিবেণী তে। তার বন্ধুবান্ধবরা জানান, একটা সময়ে রোহনের পরিবারের একে একে সবার মৃত্যু হয়, তারপর থেকেই একাই রোজগার করে বিয়ে করে সংসার বেঁধেছিলেন, কিন্তু হঠাৎই তার সংসারে ছন্দপতন হয়। গত ছয় মাস আগে তার স্ত্রী হিন্দু ধর্ম পরিবর্তন করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে, তারপর থেকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। রোহান চৌধুরী পেশাই গাড়িচালক ছিলেন। গত দুদিন আগে দুজনের অশান্তি চরমে ওঠায় স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়িতে চলে যায়। গতকাল রাতে বন্ধুবান্ধবরা খবর পায় রোহান ঘরের ভেতরেই ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে, সাথে সাথেই বন্ধুরা গিয়ে খবর দেয় শান্তিপুর থানায়, ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে ঝুলন্ত দেহ নামিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বুধবার বেলা গড়িয়ে গেলেও রোহান চৌধুরীর মৃতদেহ সৎকারের জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি, তাই পাড়ার বন্ধুবান্ধবরায় থানায় এসে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে নিয়ে যায়। বন্ধুদের দাবি স্ত্রী এখনো পর্যন্ত যখন আসেনি তাহলে রোহন চৌধুরী মৃত তারাই সৎকার করবেন। তবে এই ঘটনায় রোহান চৌধুরী স্ত্রীর মধ্যে এতোটুকু অনুতপ্ত না থাকলেও বন্ধুবান্ধবড়া কিন্তু যথেষ্ট অনুতপ্ত।

তিন দিন ধরে কল্যাণীর বিদেশী মদের প্ল্যান্টে চলছে আয়কর হানা

নদিয়া ঃ সোমবার সকাল ৬ টা থেকে নদিয়ার কল্যাণীর বিদেশী মদের বটলিং প্লান্টে চলছে আয়কর হানা। চলছে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ। প্ল্যান্টের ভেতর প্রহরায় রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ইতি মধ্যেই প্লান্টে যে কর্মী সরবরাহের এজেন্সি ছিল তারা ইতিমধ্যে নো ওয়ার্ক নো পে র নোটিশ জারি করেছে। প্রতিদিনের মতো এদিনও প্লাঃটের সমস্ত কর্মীরা প্ল্যান্টের গেটে এসে ভীড় জমিয়েছে। ইতিমধ্যেই নোটিশ জারি হওয়ার পর আশঙ্কায় রয়েছে প্ল্যান্টের সমস্ত কর্মীরা। কেননা সমস্ত কর্মীদের রুটি রুজির ব্যাপার রয়েছে এই প্ল্যাঃটের ওপর ভিত্তি করে। তবে আয়কর দপ্তরের সাথে ইজি আধিকারিকরা রয়েছে বলে অনেকেই দাবি করেছেন। তবে এ বিষয়ে সংস্থার কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক রাজু দাস জানান, কি জন্য এই তদন্ত চলছে তা আমরা জানিনা। তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে কাজ বন্ধ রাখতে বলেছেন তাই কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। আমরা বটিং প্লান্টের কর্তা ব্যক্তিদের কাছে এই আবেদন রাখছি কর্মীরা যথারীতি সময় মত প্লান্টে আসছে। তাদের যাতে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত না করা হয়। তবে বিদেশী মদ সংস্থার প্ল্যান্টের যে মালিক তার বাড়ি মহারাষ্ট্রে। তার কোন রাজনৈতিক পরিচয় আছে কিনা সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ৪ডজ্বঢত আয়কর হানার বিষয়ে সবচাইতে বেশি সমস্যায় পড়েছে প্ল্যান্টের সমস্ত কর্মীরা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

দুদিন ব্যাপী অর্কিড উৎসবের সূচনা হলো জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ দুদিন ব্যাপী অর্কিড উৎসবের সূচনা হলো জলপাইগুড়িতে।বুধবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মোহিত নগরে এই উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়া করণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়।অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের বিশেষ সচিব ড.সুব্রত গুপ্ত সহ জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন এবং অন্যান্য বিশিষ্ঠ জনেরা।দুদিন ব্যাপী অর্কিড উৎসবের সূচনা করে মন্ত্রি অরূপ রায় বলেন, এই কেন্দ্র থেকে উন্নত মানের অর্কিড চারা তৈরি করে উত্তরবঙ্গের কৃষকদের হাতে তুলে দিয়ে উত্তরপূর্ব ভারতের চাহিদা মেটানোর সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এই অর্কিডের প্রসার করাই মূল লক্ষ্য।অপরদিকে সংশ্লিষ্ঠ দপ্তরের বিশেষ সচিব ড.সুব্রত গুপ্ত জানান, অর্কিডের প্রসার করতে আমরা কৃষক দের পলি হাউস তৈরীর ব্যাপারে যেমন পঞ্চাশ শতাংশ আর্থিক সহায়তা দিচ্ছি তার সঙ্গে অর্কিড চাষের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক ভাবে সাহায্য করেছি।আশা করছি এই অর্কিড উৎসবের মাধ্যমে আরো বেশিসংখ্যক কৃষক অর্কিড চাষে উৎসাহিত হবেন।

ফুলবাড়িতে বাঁশঝাড় থেকে বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি ঃফুলবাড়ী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চ্যাংড়াবান্ধা গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে রান্না ঘরে গিয়ে নিজে চা বানান।চা খেয়ে হঠাৎ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর বাড়ির লোকেরা দেখতে পান পিছনে বাঁশ ঝাড়ের মধ্য এমন কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছেন।সকলে কান্নায় ভেঙে পড়লে পাড়াপ্রতিবেশীরা ছুটে জান, এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হিরেন রায়। এরপর খবর দেওয়া হয় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। পুলিশ এসে বাঁশঝাড় থেকে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য।

টোটো করে দোকানের সামগ্রী চুরি করার সন্দেহে টোটো সহ আটক দুই ব্যক্তি

জলপাইগুড়ি ঃ বুধবার সকালে আনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ ময়নাগুড়ি পৌরসভার ১২ নাম্বার ওয়ার্ডে একটি মোটরসাইকেলের গ্যারেজ থেকে একটি মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন সহ গ্যারেজে থাকা অনেক জিনিস পত্র একটি টোটো করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো বলে অনুমান। সেই সময় গ্যারেজের মালিক বিশ্বজিৎ দাস (খোকন) গ্যারেজে ছিল না । গ্যারেজের পাশে ১৪ নাম্বার ওয়ার্ডে তার বাড়ি সে একটি কাজেবাড়ি গিয়েছিল বলে জানিয়েছেন। সে সেই সুযাগকে কাছে লাগিয়েছে দুস্কৃতিকারিরা,কিন্তুপাশে থাকা কিছু মানুষ এই ঘটনা দেখতে পেয়ে চিৎকার চেচামেচি করলে আশে পাশের লোক টোটো কে পিছন থেকে ধাওয়া করলে টোটো তে থাকা দুই ব্যক্তি চোরাই মাল সহ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের নয়নজুলিতে পড়ে যায় ।পরে টোট সহ দূই জনকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

শীতলা মন্দিরের উন্নয়নে এক কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর,খুশির হাওয়া বানারহাটে

জলপাইগুড়ি ঃ বানারহাট শীতলা মন্দিরে পুজো দেওয়ার পরের দিনই প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মন্দিরের উন্নয়নে এক কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর। আলিপুরদুয়ার থেকে হেলিকপ্টারে বানারহাট পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায়। এরপর হেলিপ্যাড থেকে পায়ে হেঁটে বানারহাটের আদর্শ পল্লীর শীতলা মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন তিনি।সোমবার বানারহাটের তরুণ সংঘ ক্লাবের মাঠে জলপাইগুড়ি জেলার প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে বানারহাট ব্লকের উন্নয়নের জন্য দমকল কেন্দ্র, ৩০ বেডের হাসপাতাল সহ একাধিক দাবি পূরণের ঘোষণা করেন।এরপরই মুখ্যমন্ত্রী আদর্শ পল্লীর শীতলা মন্দিরের অতিথি আবাসন নির্মাণের জন্য এক কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব দেন।মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই খুশির হাওয়া বানরহাটে। শীতলা মন্দিরের উন্নয়নের কথা মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শুনে আনন্দিত মন্দির কমিটি সহ সমগ্র বানারহাটবাসী।এই মন্দিরে বছরের বিভিন্ন সময় মন্দির দর্শন এবং পুজো দিতে দূর দূরান্তের ভক্তরা আসেন।অতিথি আবাসন নির্মাণ হলে ভক্তরা রাত্রি যাপন করতে পারবেন। এদিন প্রশাসনিক বৈঠকের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,এখানে একটি শীতলা মন্দির রয়েছে,সেখানে আমি গতকাল গিয়েছিলাম এবং মন্দিরটি ভালো আছে।যদি তারা চায় এক কোটি দিয়ে দিবেন।তাহলে তারা একটি গেস্ট হাউস করতে পারবেন। মন্দিরের পূজারী এবং মন্দির কমিটি অত্যন্ত খুশি এবং আনন্দিত।খুবই শীঘ্রই মন্দিরের উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্দির কমিটির সদস্যরা।

কলেজ পড়ুয়া মেয়ে ক্যানসারে আক্রান্ত। মেয়ের চিকিৎসার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রতিবন্ধী বাবা

জলপাইগুড়ি ঃ কলেজ পড়ুয়া মেয়ে ক্যানসারে আক্রান্ত। মেয়ের চিকিৎসার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রতিবন্ধী বাবা। এরই মধ্যে মেয়ের চিকিৎসার খরচ যোগাতে জমি বিক্রি করতে হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও মেয়ের চিকিৎসার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি।জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া মোহিতনগর চৌরঙ্গীর বাসিন্দা বাপী দত্ত । মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে ডান হারিয়েছেন ১৯৮২ সালে। বাড়িতে বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, এক মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছেন । অতীতে জলপাইগুড়ির এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় বিদ্যুৎ দফতরের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মিটার রিডিং সংগ্রহের কাজ করতেন বাপী দত্ত। সেই কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে ঘুরে ঘুরে লটারির টিকিট বিক্রি করেন তিনি। মেয়ে রিয়া জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। প্রাইভেট টিউশন পড়িয়ে রিয়া সংসারে খানিকটা হলেও সাহায্য করতেন বলে জানিয়েছেন বাপী দত্ত। গত প্রায় এক বছর আগে রিয়ার খাদ্য নালীতে টিউমার অপারেশন হয়। এরপর সেই টিউমার বায়োপেসি পরীক্ষা করার ক্যানসার ধরা পড়ে। শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসা করাতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাপী দত্ত। মেয়ের চিকিৎসায় যদি কোনও সহৃদয় ব্যাক্তি বা সংস্থা সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে তাহলে ভালো হতো বলে জানিয়েছেন তিনি। বাপী দত্ত বলেন, কর্মসাথী প্রকল্পে দু' লক্ষ টাকা ঋণের জন্য আবেদন করেছিলাম। আজও সেই ঋণ পাইনি। মেয়ের চিকিৎসা করাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন যদি সহযোগিতা করেন কৃতজ্ঞ থাকব।জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, প্রতিবন্ধী এই ব্যক্তির মেয়ের চিকিৎসার জন্য যতটা সম্ভব সহযোগিতা করতে চেষ্টা করছি আমরা যতটুকু ছবি ছিল পারি সেটার মধ্যেও বেঁচে চিকিৎসা করছি মেয়ের।

পুরাতন মালদায় টোটো চালক খুনের ঘটনার প্রায় একমাস হতে চললেও এখনো দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করতে পারে নি পুলিশ

মালদা ঃ পুরাতন মালদায় টোটো চালক খুনের ঘটনার প্রায় একমাস হতে চললেও এখনো দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করতে পারে নি পুলিশ। আর এনিয়েই মৃত টোটো চালকের পরিবার থেকে পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে । মৃতের পরিবারের দাবি পুলিশি উদাসীনতার কারণে অভিযুক্তরা এখনো পর্যন্ত ধরা পড়েনি। এই ঘটনার বিষয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি নিয়ে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছেন মৃত টোটো চালকের পরিবার। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।
পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত অক্টোবর মাসে রহস্যজনক অবস্থায় পুরাতন মালদা থানার রশিলাদহ বাগানপাড়া এলাকায় খুন হন টোটো চালক নেপাল মন্ডল (৪৮)। মৃতের স্ত্রী মৌসুমী মন্ডলের অভিযোগ, তার স্বামীকে দুদিন ধরে মোবাইল ফোনে কেউবা কারা পুরনো একটি বিবাদ নিয়েই খুন করার হুমকি দিচ্ছিল। এরপর তার স্বামী নেপাল মণ্ডলকে শ্বাসরোধ করে খুন করে দুষ্কৃতীরা। মৃতদেহটি বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয়। সেই সময় তারা কেউ বাড়িতে ছিলেন না। নেপাল মণ্ডলের বাড়িতে সেদিন চুরির ঘটনাও ঘটেছিল।মৃতের স্ত্রী মৌসুমী মন্ডলের আরো অভিযোগ, পুলিশ এখন এটিকে আত্মহত্যার কথা বলে দায় এড়ানোর চেষ্টা করছে । কিন্তু আমরা পুলিশকে জানিয়েছি নেপাল মণ্ডল কেন আত্মহত্যা করবেন ওর তো কোন অভাব ছিল না। বরঞ্চ খুন হওয়ার আগে বিভিন্ন নম্বর থেকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ফোন করেছিল দুষ্কৃতীরা। কারণ , এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার কিছুদিন আগেই এলাকার কয়েকজন দুষ্কৃতির সাথে টোটো ভাড়া নিয়ে গোলমাল বাঁধে নেপাল মন্ডলের। আর তারপরেই নেপাল মণ্ডলকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। এই ঘটনার পিছনে এলাকার কিছু দুষ্কৃতী জড়িত রয়েছে। এব্যাপারে পুরাতন মালদা থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছিল । কিন্তু একমাস হতে চললো কিন্তু পুলিশ এখনো পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করতে পারে নি। তাই এবারে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হওয়ার কথাই জানিয়েছেন মৃত নেপাল মন্ডলের পরিবার।পুরাতন মালদা থানা পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে । তবে খুনের ঘটনার আসল কোন রহস্য এখনো পর্যন্ত উদঘাটন হয়নি। পরিবারের লোকেরা যে অভিযোগ করেছে সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গাজোল ব্লকে সাড়ম্বরে পালিত হলো রাস উৎসব এবং মেলা

মালদা ঃ গাজোল ব্লকে সাড়ম্বরে পালিত হলো রাস উৎসব এবং মেলা। মঙ্গলবার রাতেই ছিল রাস উৎসবের শেষ দিন। আর এই শেষ দিনে সাধারণ মানুষের ভিড় উপচে পড়ে গাজোল সার্বজনীন রাস উৎসবের মেলায়। এবছর গাজোল রাস উৎসবের ২৬ তম বর্ষ । গত ১৭ দিন ধরে বিভিন্ন পুজো পাঠের মাধ্যম দিয়ে এই রাস উৎসব পালিত হয় । তার সঙ্গে চলে নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । এছাড়াও বিশাল একটি মেলার আয়োজন করেছিল সংশ্লিষ্ট রাস উৎসব কর্তৃপক্ষ।এদিন মানুষ দিয়ে সাজানো ট্রাবলোর মধ্য দিয়ে শেষ হয় গাজোলের সর্বজনীন রাস মেলা। গাজোল ব্লকের কদুবাড়ি এলাকায় থেকে মানুষ দিয়ে সাজানো ভ্রাম্যমান ট্রাবলো গাজোলের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। এই ট্যাবলোর মধ্যে ছিল বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি। রাস মেলা কমিটির সভাপতি বিধান রায় জানিয়েছেন , এই ট্যাবলতে যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। রাস মেলা সাফল্যমন্ডিত করতে এলাকার মানুষ থেকে পুলিশ ও প্রশাসন সহযোগিতা করেছে।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ লক্ষ্য করা গেছে জলপাইগুড়িতে। সর্বনিম্ন ১৩ - ১৫ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করছে তাপমাত্রা

জলপাইগুড়ি উত্তরবঙ্গে শীতের দাপট লক্ষ্য করা গেছে। বুধবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ। বেলা যতো গড়াচ্ছে কুয়াশাচ্ছন্ন জলপাইগুড়ি শহরের সহসংলগ্ন এলাকা। হালকা ঠান্ডা হওয়া, শীত অনুভব হচ্ছে জলপাইগুড়িতে। হাটে বাজারে, রাস্তায় শীতের পোশাক পরে মানুষজনেরা। সাত সকালে চায়ের দোকান ও ভাপা পিঠার দোকানে ভিড় জমাচ্ছেন মানুষজনেরা। শীত বাড়তেই ভাপা পিঠার বিক্রি বাড়ছে তারা জানালেন বিক্রেতারা। তবে সকালের দিকে এবং সন্ধ্যার পর থেকেই ঠান্ডা বেশি করে অনুভূতি হচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়েই। বুধবার জলপাইগুড়ির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৫ ডিগ্রি।

রানীগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ আলীর বাড়িতে বুধবার সকালেই আয়কর দপ্তরের হানা

কলকাতা রানীগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ আলীর বাড়িতে বুধবার সকালেই আয়কর দপ্তরের হানা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মোট নটি গাড়িতে করে বুধবার ভোরে প্রায় পাঁচটা নাগাদ আয়কর দপ্তরের আধিকারিক ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জায়ানরা এসে পৌঁছায়। কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকরা বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেন। সূত্রের খবর আইকর সংক্রান্ত এই অভিযান চলছে। ঘটনায় এলাকা জুড়ে তৈরি হয় তীব্র চাঞ্চল্য । তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা রানীগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ আলীর বানপুরের বাড়ি সহ বেশ কিছু জায়গায় এই তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

বুধবার সকালে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিতে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার...

কলকাতা উপাচার্য নিযোগে নিয়ে রাজ্যপাল পড়ুয়াদের টাকায় মামলা লড়ছে সেই প্রসঙ্গে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে মামলা লড়াই সেটা কিভাবে হবে সেটা বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করবে। পড়ুয়ারা যখন টাকা দেয় সেই টাকায় উপাচার্য বা রেজিস্টার মামলা লড়েন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে মামলা লড়ছেন সেটটি কি তার পৈতৃক টাকা নাকি জনগণের টাকায় লড়ছেন এতে বিতর্কের কি আছে বুঝতে পারছিনা।রাজ্যের মানুষের টাকায় রাজ্য সরকারের মামলা লরা যদি ঠিক নয় তাহলে এক্ষেত্রে কেন ঠিক হবে? এই প্রসঙ্গে বলেন, জনগণের টাকায় রাজ্য সরকার মামলা লড়বে এটাই স্বাভাবিক, সব বিষয়ে কেন মামলা করবেন বিরোধীদলকে সভা করতে দেবো না তার জন্য কেন মামলা হবে যদি মামলা হয় তাহলে রাজের স্বার্থের জন্য মামলা হোক। তৃণমূলের স্বার্থের জন্য মামলা তো জনগণের টাকা করা উচিত নয়। রাজ্যপাল নিজের কোন পদ বাড়ানোর জন্য বা মাইনে বাড়ানোর জন্য লড়ছেনা বা অন্য কাউকে আটকোনো করার জন্য লড়ছে না রাজ্যপাল লড়ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয় এটা মাছ সিস্টেম সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে, আর তো কোন কথা হবে না সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য উপাচার্য নিযোগে করবে।লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে বলেন, তৃণমূল ভেতরের অবস্থা ভালো না ইন্টারনাল স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ এ লড়াই ভাগ বাটোয়ারা লড়াই। লড়াই খুব সহজে থামবে না খুনখুনি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাবে অনেক জায়গায় পৌঁছছে। আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেস দলটাই থাকবে না অপেক্ষা করুন কয়েক বছর তৃণমূল কংগ্রেস বলে কিছু থাকবে না।২০ তারিখ মোদী মমতা সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী দেখা করতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সময় চেয়েছেন। যে কোন মুখ্যমন্ত্রী দেখা করতে চাইলেই প্রধানমন্ত্রী সময় দেবেন। এটা প্রটোকল। পশ্চিমবঙ্গে এটা মানা হয় না। সংবিধানকে কে কিভাবে মানবে সেটা তার ব্যাপার।শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে নিয়ে সৌগত রায় মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কেন মানবেন কার্তিক ব্যানার্জি তো স্বাধীনতা সংগ্রামী। ব্যানার্জি পরিবারে কেউ আছে কিনা দেখুন সেই সময় তারা স্বাধীনতা সংগ্রামী হবে। আমার পরিবার আপনার পরিবার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এরা কিছু করেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার পরিবার মিলে বাংলাকে স্বাধীন করে দিয়েছিল।রাজ্যের রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে বলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করবো তার এক ভাইপোর পাহাড়ে বিয়ে হওয়াতে তিনি সেখানে গেলেন রাস্তাঘাট ঠিক হলো। আমি চাইবো মুখ্যমন্ত্রী এরকম আরো অনেক ভাইপো থাকুক তারা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিয়ে করুক তাহলে রাস্তাগুলো ঠিক হয়ে যাবে। আরো কিছু ভাইপো বানান তাহলে ভালো হবে।রেশন দুর্নীতি মামলা ইডির চার্জশিট প্রসঙ্গে বলেন, ইডির চার্জশিটে ১০০ কোটির দুর্নীতির যে কথা বলা হয়েছে আমার মনে হয় তার থেকে অনেক বেশি। তদন্তের গতি প্রকৃতি আগামী দিনে প্রমাণ করবে এই দুর্নীতি হাজার কোটির কমে হবে না। বিপুল পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে এবং সব চোরদের জেলে যাওয়া উচিত। যাদের আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সে বাকিবুর রহমান হোক বা বালু মল্লিক হোন না কেন এরা শুধু ছোটখাটো লোক এদের উপরে আরো মাথা আছে। বালু মল্লিকের এত সাহস নেই যে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে না জানিয়ে এত বড় ঘোটালা করে ফেলবেন চুরি করে ফেলবেন।কলকাতা পুরসভায় মাইনে না হওয়া প্রসঙ্গে বলেন, কলকাতা পৌরসভার বেতন দিতেও যদি কেন্দ্র সরকারের টাকার প্রয়োজন হয় তাহলে সেই রাজ্য সরকারকে স্টেপ ডাউন করা উচিত। একটা কর্পোরেশনের এবং সেটা রাজধানীর কর্পোরেশন তার যদি মাইনে না দিতে পারেন এরকম অপদার্থ সরকার থাকার থেকে না থাকা ভালো।

ইসিএলের জমিতে বাড়ি তৈরী করলেও তৃণমূলকে দিতে হচ্ছে তোলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুযুধান দুইপক্ষ তৃণমূলের বিধায়ক ও কাউন্সিলার

জামুড়িয়া ইসিএলের জমিতে বাড়ি তৈরী করলেও তৃণমূলকে দিতে হচ্ছে তোলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুযুধান দুইপক্ষ তৃণমূলের বিধায়ক ও কাউন্সিলার। ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণের। ঘটনাটি ঘটেছে জামুড়িয়ার সেন্ট্রাল সাতগ্রাম এরিয়ায়। উল্লেখ্য জামুড়িয়ার সেন্ট্রাল সাতগ্রাম এরিয়াটি আসানসোল পুরনিগমের ৯ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত। যার বর্তমান কাউন্সিলার বৈশাখী বাউরি। স্থানীয়দের অভিযোগ, ইসিএলের জমি বা সরকারি জমিতে বাড়ি তৈরী করতে গেলেই কাউন্সিলারের লোকেরা এসে কাজে বাধা দিচ্ছে। একই সাথে তারা গরীব লোকেদের কাছ থেকে ১০ থেকে ২৫ হাজার টাকা আদায় করছে। তারপরেই বাড়ি তৈরীর অনুমতি দিচ্ছে। তারা আরও জানিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা বিক্রম তুরি এই টাকা আদায় করছেন। স্থানীয়দের এই ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার ওই এলাকায় স্থানীয়দের সাথে বৈঠক করেন জামুড়িয়ার তৃণমূল বিধায়ক হরেরাম সিং। তিনি ওই এলাকায় উপস্থিত ২০০-৩০০ মানুষের সমাগমে ঘোষণা করেন, তিনি জামুড়িয়ার মানুষের ভোটেই বিধায়ক হয়েছেন। তাই তাদের যেকোনো সমস্যার সমাধানে বদ্ধ পরিকর। স্থানীয় কাউন্সিলার কাজ না করলে তারা যেন নিজেদের সমস্যা নিয়ে আকলপুরের বিধায়ক অফিসে স্থানীয়রা দেখা করেন। প্রয়োজনে তিনি মহানাগরিকের সাথে কথা বলে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবেন। একই সাথে তিনি বলেন ইসিএলের জমিতে কেও বাড়ি তৈরী করলে তাকে একটাকাও দিতে হবেনা। যদি দলের কেও করে থাকে তবে তার নামে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হবে। এছাড়াও রাস্তাঘাট ও নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা থাকলে তিনি সেই সমস্যা সমাধানেও সচেষ্ট হবেন। অন্যদিকে স্থানীয় কাউন্সিলার বৈশাখী বাউরি বলেন,তার নামে মিথ্যে অভিযোগ করা হচ্ছে। জমি ইসিএলের হলেও এলাকাটি পুরনিগমের অন্তর্গত। তাই যে যেখানে খুশি বাড়ি তৈরী করে নিতে পারেননা। পুরনিগমের অনুমতি পত্রের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া এভাবে যথার্থ পরিকল্পনা ছাড়া বাড়ি তৈরী করলে পরবর্তী ক্ষেত্রে রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে। বিষয়টিকে তাকে পুরনিগমে জানাতেই হয়। বিধায়কের যদি মনে হয়ে থাকে কাউন্সিলার কোনো ভুল করেছেন তাহলে বিষয়টি তিনি সরাসরি তাকে জানাতে পারতেন। অথচ এলাকায় গতকাল স্থানীয়দের সাথে বৈঠক করলেও তাকে ডাকা হয়নি।

জেলা পরিদর্শনে এলেন রাজ্য মহিলা কমিশন

বর্ধমান জেলা পরিদর্শনে এলেন রাজ্য মহিলা কমিশন। মঙ্গলবার জেলায় আসেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় সহ তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল। তাঁরা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের ওয়ান স্টপ সেঃটার এবং কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার ঘুরে দেখেন। পরিকাঠামো সহ অন্যান্য বিষয়ে তাঁরা খুশি বলে চেয়ারপার্সনের দাবি। মঙ্গলবার দুপুরে বর্ধমানের সার্কিট হাউসে আসেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়, বিধায়ক নার্গিস বেগম সহ অন্যান্যরা।।

কুয়েতের আমির মারা গেছেন

কুয়েত ঃ কুয়েতের আমির শেখ নাওয়াফ আলআহমদ আলজাবের আলসাবাহ মারা গেছেন। দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এ কথা জানানো হয়েছে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। কুয়েতের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে আজ শনিবার আমিরের মৃত্যুর ঘোষণায় বলা হয়, 'আমরা গভীরভাবে শোকাহত...কুয়েতের আমির শেখ নাওয়াফ আলআহমদ আলজাবের আলসাবাহ মারা গেছেন।' শেখ নাওয়াফ আলআহমদ আলজাবের আলসাবাহ ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে কুয়েতের আমির হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। সৎভাই ও তৎকালীন আমির শেখ সাবাহ আলআহমদ আলজাবের আলসাবাহর মৃত্যুর পর কুয়েতের আমির হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন শেখ নাওয়াফ। এর আগে ২০০৬ সালে শেখ নাওয়াফকে দেশটির পরবর্তী আমির হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।
আমির হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে কয়েক দশক ধরে কুয়েতের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এর মধ্যে ১৯৯০ সালে তৎকালীন ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন কুয়েতে হামলা চালানোর সময় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছিলেন শেখ নাওয়াফ। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেন। কুয়েতের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা জানায়, গত মাসে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে আমির শেখ নাওয়াফকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর আগে ২০২১ সালের মার্চে চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন তিনি। তবে ওই সময়ও তাঁর অসুস্থতার কারণ জানানো হয়নি।

'ইসরায়েলি গোয়েন্দাকে' ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে, জানাল ইরান

তেহরান ঃ ইরানের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলের সিস্তান অ্যান্ড বালুচিস্তান প্রদেশে এক ব্যক্তিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ইরানের দাবি, ওই ব্যক্তি ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের হয়ে কাজ করতেন। ওই ব্যক্তির নামপরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। আজ শনিবার সকালে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং সেসব তথ্য পরে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার (বিশেষত ইসরায়েলের মোসাদ) কাছে তুলে দেওয়ার অভিযোগ ছিল ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ইরানের বিচারব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত সংবাদমাধ্যমে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

ঝাড়খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি নিমডিহ ব্লকের পুনর্গঠন

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ ঝাড়খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নিমডিহ ব্লকের পুনর্গঠনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা জেলা সহসভাপতি জয়রাম সিং সরদারের সভাপতিত্বে বিকেল সাড়ে ৪টায় উন্নীত মধ্য বিদ্যালয় রঘুনাথপুরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধানত বক্তব্য রাখেন জেলা প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অমিত কুমার মাহাতো, নির্বাচন সুপারভাইজার শশীকান্ত কুমার গুপ্ত ও নির্বাচন অফিসার গুরু চরণ। সভায় বক্তৃতা করে জেলা প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অমিত মাহাতো বর্তমান পরিস্থিতিতে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং সংগঠনের কাজ সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন এবং নবনির্বাচিত ব্লক কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে সর্বদা আন্তরিকভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক শশীকান্ত কুমার গুপ্ত সকল শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাজ করতে বলেন এবং নতুন কমিটিকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা জানিয়ে বলেন, আপনারা সকলে সংগঠনের স্বার্থে সংগঠনের মজবুতিতে সর্বদা কাজ করে যান। নির্বাচন কর্মকর্তা নবনির্বাচিত কমিটির সকল কর্মকর্তাদের ফুলের মালা পরিয়ে সংগঠনের দায়িত্ব পালনের জন্য অভিনন্দন জানান।

নতুন নিমডিহ ব্লক কমিটি

সভাপতি বিভীষণ মাহাতো, সহসভাপতি অশোক সিং ও সরসিজ কুমার, সম্পাদক যোগেন্দ্র সিং, যুগ্ম সচিব দিলীপ কুমার মাহাতো ও কাশীনাথ সিং, কোষাধ্যক্ষ জয়দেব সিং, অডিটর ত্রিলোচন সিং সর্দার, প্রেস মুখপাত্র মিলন মাঝি। শেষে জেলা সহ সভাপতি জয়রাম সিং সরদার নবনির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দন জানান এবং উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সম্পাদকীয়

সুন্দর বাগদাদ নির্মাণ করেছে ইবিএস প্রকল্প

ইরাকের বাগদাদের একটি তেলক্ষেত্র প্রকল্প ক্যাম্পের পাশে একটি স্লোগান আছে ইবিএস ফর বেটার বাগদাদ (EBS FOR BETTER BAGHDAD)। এখানে রয়েছে জেনহুয়া তেল কোম্পানি লিমিটেড, পূর্ব বাগদাদ প্রকল্প কোম্পানি এবং ইরাকের ন্যাশনাল ড্রিলিং কোম্পানির খনন করা প্রথম অনুভূমিক কূপ ইবিএসএইচ১৮এইচ। চলতি বছরের ২২ মার্চ যখন ইবিএসএইচ১৮এইচ কূপের ড্রিলিং আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হবার কথা ঘোষণা করা হয়, তখন আনন্দে আমার চোখ ভিজে যায়। তেলক্ষেত্র তুরপুন মহলের একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে প্রকল্পে অংশ নেওয়ার জন্য আমি গর্বিত বোধ করি এবং নিজে আরও সুন্দর বাগদাদ নির্মাণে অবদান রাখতে পারার জন্য গর্বিত বোধ করি। এমন কথা বলেন ইবিএস প্রকল্পে ড্রিলিং বিভাগের স্থানীয় নারী কর্মী গুসন। ইবিএসএইচ১৮এইচ হলো ইরাকি ন্যাশনাল ড্রিলিং কোম্পানির ড্রিল করা প্রথম অনুভূমিক উন্নয়ন কূপ, যা সীমিত প্রযুক্তি এবং শুধু সহজ সোজা কূপ অপারেশনের

ধারণা পরিবর্তন করেছে এবং স্থানীয়ভাবে বিরাট আবেদন সৃষ্টি করেছে। ২০১৮ সালে জেনহুয়া তেল কোম্পানির ইবিএস প্রকল্প আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। এটি কোম্পানির প্রথম স্বাধীন অপারেশন প্রকল্প হওয়ার পাশাপাশি ইরাকের রাজধানী বাগদাদে প্রথম আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি পরিচালিত প্রকল্প। জটিল ভূতাত্ত্বিক অবস্থার কারণে 'ইবিএস'কে এক সময় রহস্যময় তেলের আধার বলা হতো। কোনও একটি আন্তর্জাতিক প্রথম শ্রেণির তেল কোম্পানি প্রকল্পের জন্য ১০ বছর পায়েপায়ে অনুসরণ করেছে, কিন্তু সামগ্রিক উন্নয়নের সাহস ছিল না তাদের। এমনকি কোনও কানও বিশেষজ্ঞ সরাসরিভাবে এ তেলক্ষেত্রকে মূল্যহীন প্রান্তিক তেলক্ষেত্র হিসাবে বিচার করতেন। জেনহুয়া পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহায়তায় প্রকল্প গ্রুপ খুব শীঘ্রই অ্যাসিডাইজিং ও চাপের উদ্দীপনা ব্যবস্থা নির্ণয় করে এবং মধ্য ইরাকে সাফল্য অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও বিস্তারিতভাবে ইতিহাসে প্রথম বড় ধরনের অ্যাসিড প্রেসিং পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। ফলে রূপান্তর করার পর ইবি৩৮ কূপে উৎপাদনের পরিমাণ দিনে ৪ হাজার ৯০ ব্যারেলে পৌঁছায়, যেটা ছিল ইরাকি বিশেষজ্ঞদের অনুমানের চেয়ে ১০ গুণ বেশি। তারপর ইবি২ কূপে দৈনিক উৎপাদন ১০ হাজার ৬৪৮ ব্যারেলে পৌঁছায়। প্রকল্পটিতে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাণিজ্যিক উৎপাদন সম্ভব হয়। একই সময় স্থানীয় কর্মীদলের দক্ষতা ও মান বাড়ানো এবং চীন‌ইরাক সাংস্কৃতিক বিনিময় বেগবান করার জন্য ইবিএস কোম্পানি নিয়মিত স্থানীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়। বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়, বাগদাদ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তেল খাতের বিখ্যাত ব্যক্তিদের পাঠ গ্রহণে আমন্ত্রণ জানায়। স্থানীয় কর্মীদের জন্য সার্বিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা এবং বড় হবার প্ল্যাটফর্ম যোগায়। বর্তমানে ইবিএস প্রকল্পের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ লাখ টন। উৎপাদিত তেল বাগদাদ অঞ্চলের দৈনন্দিন চাহিদা মেটায় এবং বিদ্যুৎ খাতে সরবরাহ নিশ্চিত করে। এ প্রকল্পের কারণে ৬৩০ স্থানীয় ব্যক্তির জন্য সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে ২ হাজার ১শর বেশি মানুষের। সুন্দর বাগদাদ নির্মাণের অভিন্ন আকাঙ্ক্ষায় জেনহুয়া কর্মীরা বাস্তব কর্মে মানবজাতির অভিন্ন কল্যাণের সমাজ ‐ এ মহান ধারণা অনুশীলন করছেন, পূর্ব বাগদাদের বৈশিষ্ট্যময় কর্মীদের উন্নয়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে বেল্ট অ্যান্ড রোড নির্মাণের জন্য দৃঢ় সামাজিক ভিত্তি স্থাপন করছেন এবং চীন‌ইরাক মৈত্রী গভীরতর করা এবং যৌথ আলোচনা, নির্মাণ ও সমন্বিত অর্জন বেগবান করার জন্য নতুন বীজ বপন করছেন।

জানা অজানা

কমিউনিটির ছোট ছোট বিষয় তার হৃদয়ে মানুষের জীবিকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ

সম্প্রতি চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ভিয়েতনামে তার রাষ্ট্রীয় সফর শেষ করেছেন, এরপর তিনি দক্ষিণ‌পশ্চিম চীনের কুয়াংসি চুয়াং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। এ সময় নানিং শহরের পানলং কমিউনিটি ছিল তার পরিদর্শনের প্রথম ধাপ। পানলং কমিউনিটি হল একটি বহুজাতির আবাসিক এলাকা, যেখানে হান, চুয়াং, ইয়াও এবং মুলাও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসহ ১৫টি সংখ্যালঘু জাতি বাস করে। সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রমের রুমে, সি চিন পিং কমিউনিটির বাসিন্দাদের ক্যালিগ্রাফি অনুশীলন, লোকগান গাওয়া এবং সবার সাথে আন্তরিকভাবে যোগাযোগ করতে দেখেন। তিনি আশা করেন যে, কমিউনিটির বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘন ঘন আদান‌প্রদান হবে, প্রত্যেকে একে অপরকে সাহায্য করবে, ঘনিষ্ঠ বন্ধু হবে, সুরেলা সহাবস্থানের প্রতিবেশী হবে এবং একসাথে একটি সুখী বাড়ি তৈরি করবে। কমিউনিটি হল তৃণমূল স্বায়ত্তশাসনের মৌলিক ইউনিট এবং জাতীয় শাসন ব্যবস্থার তৃণমূল ভিত্তি। সি চিন পিং স্বাস্থ্যকর, উপকারী, আলোকিত এবং মনের জন্য পুষ্টিকর আরও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রতিভা, স্থান ও অন্যান্য সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করতে কমিউনিটিকে উৎসাহ দেন। কমিউনিটির প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, জনগণের জীবিকা ও জনসাধারণের বিষয়গুলো পরিচালনা করা যায়। যেমন 'বয়স্ক ও শিশু'র সামাজিক নিশ্চয়তা, সক্রিয়ভাবে জনসাধারণের উদ্বেগে সাড়া দেওয়া এবং চীনের বৈশিষ্ট্যময় তৃণমূল শাসনের উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা। চুয়াং, হান, ইয়াও, মিয়াও, ডং, মুলাও এবং মাওনান‌সহ ১২টি সংখ্যালঘু জাতি কুয়াংসি চুয়াং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বসবাস করে। সি চিন পিং কুয়াংসিকে তৃণমূল কমিউনিটি থেকে শুরু করে এবং আরও ভাল জাতীয় ঐক্য অর্জনের জন্য দৃঢ় কমিউনিটি নির্মাণ, কার্যকর কমিউনিটি পরিষেবা এবং সমৃদ্ধ কমিউনিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে সব জাতিগোষ্ঠীর মানুষের জন্য একটি শক্তিশালী পারিবারিক পরিবেশ তৈরি করতে চান। তিনি বলেন, আধুনিক সমাজতান্ত্রিক দেশকে সর্বাত্মকভাবে গড়ে তুলতে কোনো জাতিকে পিছিয়ে রাখা যাবে না। সি চিন পিং শহরে কমিউনিটির শাসনে অনেক গুরুত্ব দেন এবং কমিউনিটিগুলোতে বহুবার পরিদর্শন এবং জরিপ পরিচালনা করেছেন। কমিউনিটির ছোট ছোট জিনিসগুলো তার হৃদয়ে মানুষের জীবিকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিমুখী নীতিতে নিন্দামুখর বিশ্ব, প্রশংসা চীনের

ইসরায়েল‌হামাস যুদ্ধ শুরু হবার পর ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত গাজায় ১৭ হাজার ৭০০ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন, যাদের বড় একটা অংশ নারী ও শিশু। ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় গাজা উপত্যকার বেশির ভাগ অংশ ধুলোয় মিশে গিছে। হাসপাতাল, স্কুল, জাতিসংঘ স্থাপনা, কোনো কিছুই বাদ পড়েনি হামলা থেকে। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সহায়তাদানকারী সংস্থার অনেক কর্মীও মারা গেছেন এ সব হামলায়।

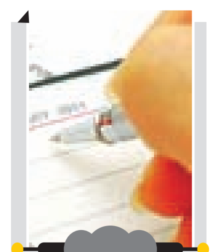

মাহমুদ হাশিম
প্রাবন্ধিক

ইসরায়েলের আকাশ ও স্থল হামলায় গাজা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণভাবে। সেখানে পাঠানো যাচ্ছে না কোনো মানবিক ত্রাণ। মাঝখানের কয়েকদিনের যুদ্ধবিরতিতে কিছু ত্রাণ পাঠানো সম্ভব হলেও যুদ্ধবিরতির সময় না বাড়ায় ইসরায়েল আবার শুরু করেছে তার নির্বিচার হামলা।

ইসরায়েলের নির্বাচার হামলায় ফিলিস্তিনের গাজায় মানবিক এ বিপর্যয় উত্তরোত্তর বাড়ছে। চীনের গণমাধ্যমের সঙ্গে সম্প্রতি একান্ত সাক্ষাৎকারে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের প্রেসিডেন্ট মিরজানা স্পোলজেরিক ইগার গত সপ্তাহে দক্ষিণ গাজায় তাঁর সফরের সময় পর্যবেক্ষণ করা ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন।

মিরজানা বলেন, 'গাজায় মানবিক পরিস্থিতি খারাপের থেকে অধিকতর খারাপের দিকে যাচ্ছে। সেখানে পরিস্থিতি ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেখানকার মানুষের কোনো ধরনের নিরাপত্তা নেই।

ইসরায়েলি হামলায় গাজায় স্বাস্থ্যসেবা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে উল্লেখ করে রেডক্রস প্রেসিডেন্ট বলেন, সেখানে পর্যাপ্ত ওষুধ নেই, অস্ত্রোপচারের জন্য প্রয়োজনীয় সার্জন নেই, প্রয়োজনীয় অপারেশন থিয়েটার নেই। গত কয়েক দিনে পরিস্থিতি বেশি খারাপ হয়েছে। আর এ অবস্থা চলতে থাকলে পরিস্থিতি একেবারেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

এমন এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সমুন্নত রাখতে চীনের অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতার প্রশংসা করেছেন রেডক্রস প্রধান। বড় দেশ হিসেবে চীন তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে উল্লেখ করে রেডক্রস প্রেসিডেন্ট বলেন, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন রক্ষায় চীনের উদ্যোগ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। চীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্যদেরও মানিবক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে আহ্বান জানান মিরজানা। কারণ সংঘাতের সময় বেসামরিক জনগণকে রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মানবিক আইন তৈরি করা হয়েছে।

শুধু রেডক্রস প্রধানই নন, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশও চীনের ভূমিকার উচ্চ প্রশংসা করেছে।

এদিকে, গাজায় অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতির দাবিতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের একটি প্রস্তাবে ভেটো দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এ ঘটনায় চীন গভীর হতাশা এবং যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিমুখী নীতিতে খেদ প্রকাশ করে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত‌ইউএই'র আনা প্রস্তাবটিতে ১০০টিরও বেশি দেশ সমর্থন দেয়। ৮ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৩ সদস্য প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেয়। যুক্তরাজ্য ভোটদানে বিরত ছিল। আর শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কারণে প্রস্তাবটি আটকে যায়।

এ বিষয়ে চীনের অবস্থান তুলে ধরে জাতিসংঘে চীনের স্থায়ী প্রতিনিধি চাং চুন বলেন, গাজার জনগণের জীবন ও মানবিক প্রযজ়েনের বিষয়ে যত্নশীল হওয়ার দাবি করা আর গাজায় যুদ্ধ চলমান রাখার প্রচেষ্টা পরস্পরবিরোধী। একে দ্বিমুখী নীতি হিসেবে অভিহিত করে তিনি আরও বলেন, সংঘাত জিইয়ে রেখে নারী, শিশু ও মানবাধিকার রক্ষা করার কথা বলা ভন্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়।

শুধু চীন নয়, রাশিয়াসহ বহু দেশ যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর নিন্দা জানিয়ে একে 'হৃদয়হীন' ও লজ্জাজনক বলে অভিহিত করেছে।

ইসরায়েল‌হামাস সংঘাতের শুরু থেকেই চীনের নেতারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধানের কথা বলে আসছেন এবং গাজায় মানবিক বিপর্যয় এড়াতে সহায়তা দিয়ে আসছেন। প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংসহ চীনের শীর্ষ নেতৃত্ব এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে ইসরায়েল‌ফিলিস্তিন দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন দ্ব্যর্থহীনভাবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিমুখী নীতি ইসরায়েল‌ফিলিস্তিন সঙ্কটকে সমাধানের দিকে না নিয়ে আরও জটিল এক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আর এর মাশুল গুণতে হচ্ছে গাজাসহ গোটা ফিলিস্তিনের জনগণকে।

যে কারণে চীনা যুবকরা চাকরির পাশাপাশি রাতের স্কুলে পড়তে আগ্রহী

চীনা সমাজে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, বিশেষ করে তরুণ‌তরুণীদের জীবনযাপনের ধরন পাল্টাচ্ছে। তাদের স্টাইলের সঙ্গে প্রবীণদের সনাতন স্টাইলের প্রার্থক্য দিন দিন বাড়ছে। তরুণদের কেউ কেউ আজকাল অফিসের চাকরিশেষে রাতে নৃত্য ও গান চর্চা করেন, কেউ কেউ ঐতিহ্যিক সাংস্কৃতিক শিল্পকর্মের ওয়ার্কশপে নিজের প্রিয় হাতের কাজ শেখেন, কেউ কেউ জিমে শরীরচর্চা করেন, আবার কেউ কেউ ভ্লগ শুটিং বা রান্নাবান্নাসহ বিভিন্ন মজার প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। তবে আরেকটি নতুন প্রবণতা এখন চীনা যুবকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়, তা হল নাইট স্কুলে পড়াশোনা। অনেকে অফিসের কাজ শেষ করে নিজের প্রিয় বিষয়ে আবার নাইট স্কুলে পড়েন। তারা মনে করেন, এভাবে নতুন জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি লেখাপড়ার মাধ্যমে মানসিক চাপও কমিয়ে আনা সম্ভব। প্রশ্ন হচ্ছে :কেন নাইট স্কুল, বিশেষ করে কর্মজীবী তরুণ‌তরুণীদের মধ্যে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে? আজকের অনুষ্ঠানে আমরা এ বিষয়ক কিছু তথ্য তুলে ধরবো।

চলতি বছর চীনের সার্চ ইঞ্জিনে 'নাইট স্কুল'সংশ্লিষ্ট শব্দের সার্চের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ৯৮০ শতাংশ বেড়েছে, সংশ্লিষ্ট পোস্টগুলোতে মন্তব্যের সংখ্যাও ২২৬ শতাংশ বেড়েছে। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার এপিপিতে যুবকদের নাইট স্কুলসংশ্লিষ্ট টপিকও ইন্টারনেটে বেশ জনপ্রিয় আলোচ্য বিষয়। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে চীনের শাংহাই মহানগরে নাইট স্কুলের শরৎকালীন সেমিস্টারে মোট সাড়ে ৬ লাখ লোক অনলাইনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য নিবন্ধন করেন। এ শহরের ১৪৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৩৮২টি নাইট ক্লাসের ৯১১৭ জন শিক্ষার্থীর কোটা ঘোষণার আধা ঘন্টার মধ্যে বুকিং হয়ে যায়। অনেক নেটিজেন মনে করেন, অনলাইনে নাইট স্কুলের নিবন্ধন বসন্ত উৎসবের সময় জন্মস্থানে ফিরে যাওয়ার টিকিট কেনার চেয়েও বেশি কঠিন।

অনেক যুবক মনে করেন, নাইট স্কুল তাদের কাছে 'শিল্পের প্রশিক্ষণ ক্লাস'। দীর্ঘকাল ধরেই চীনাদের মধ্যে শিল্পকলা শেখা জনপ্রিয়। বাচ্চাদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্তরাও আজকাল শিল্পকলা শেখেন। এই সেদিনও তরুণ‌তরুণীদের মধ্যে শিল্পকলার প্রশিক্ষণ কোর্সকারীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। তবে, বর্তমানে চীনা তরুণ‌তরুণীদের মধ্যে নাইট স্কুলের জনপ্রিয়তা থেকে বোঝা যায়, সাংস্কৃতিক শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ছে। তবে অতিরিক্ত সময় ও অর্থ ব্যয়ের কারণে অনেকে তাদের চাহিদাকে দমনও করছেন। তাই কম খরচে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ক্লাসের অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া চীনা তরুণ‌তরুণীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

শুরুতে শাংহাই শহরের নাইট স্কুলের ক্লাসের ধরন বেশি ছিল না। তবে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে, এখন অনেক নতুন নতুন বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। নতুন ধরনের ক্লাস চালু হওয়ায় ও ফি'ও তুলনামূলকভাবে অনেক কম হওয়ায়, তরুণ‌তরুণীদের মধ্যে আজকাল নাইট স্কুল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গত ৭ বছর ধরে শাংহাই নাইট স্কুলের ক্লাস সংখ্যা ১২টি, মোট ফি ৫০০ ইউয়ান। প্রতি ক্লাসের জন্য মাত্র ৪০ ইউয়ানের মতো। সবার জন্যই এই দাম আকর্ষণীয়। তা ছাড়া, নাইট স্কুলের ক্লাসের সময় সাধারণ রাতে। তখন ট্রাফিকের ঝামেলা কম থাকে। তাই কেবল শাংহাইয়ে নয়, কুয়াংচৌসহ বিভিন্ন বড় শহরে তরুণ‌তরুণীদের মধ্যে নাইট ক্লাস বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কুয়াংচৌ শহরের নাইট স্কুলে ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী তরুণ‌তরুণীদের আর মধ্যবয়সীদের বেশি দেখা যায়। সাধারণত প্রতি শুক্রবার রাত সাড়ে ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত এ ক্লাস চলে। কর্মজীবী তরুণ‌তরুণীদের জন্য এটা গ্রহণযোগ্য।

নাইট স্কুলের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্লাস চালু করার আগে তরুণ‌তরুণীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জরিপ করা হয়। তাদের প্রিয় বিষয় বিবেচনা করে যথাযথভাবে ক্লাসের ধরণ সমন্বয় করা হয়। এভাবে তরুণ‌তরুণীদের নাইট স্কুলের প্রতি আগ্রহ আরও বাড়ছে।

মোদ্দাকথা, নাইট স্কুলের ব্যাপক জনপ্রিয়তা মধ্যবয়সী ও তরুণ‌তরুণীদের শিল্পকলা শেখার আগ্রহের প্রতিফলন। আরও অনেক তরুণ‌তরুণী ব্যস্ত জীবনের মূল কাজে জড়িত থাকার পাশাপাশি নিজের প্রিয় বিষয় নিয়ে পড়াশোনা বা গবেষণা করবেন বলে আশা করা যায়। নাইট স্কুল প্ল্যাটফর্মে তরুণ‌তরুণীরা সাধারণ পড়াশোনা ছাড়াও অনেক নতুন বিষয় নিয়ে পড়তে পারেন।

এ সম্পর্কে বেইজিং নর্মোল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষা গবেষণাকেন্দ্রের সহকারী অধ্যাপক চাং হুয়া চুন বলেন, নাইট স্কুল তরুণ‌তরুণীদের আত্মার খোরাক যোগাতে ও তাদের স্বপ্ন পূরণে সক্ষম। তাঁরা নিজেদের প্রচেষ্টায় প্রিয় শখের বিষয় আরও ভালো করে শিখতে পারে, যা চীনের 'আজীবন শিক্ষা' ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

বস্তুত, নাইট স্কুল জনসংস্কৃতির সম্প্রচার ও আদান‌প্রদানের প্ল্যাটফর্ম। এখানে সাধারণ মানুষ আজীবন লেখাপড়ার সুযোগ পেতে পারে। নাইট স্কুলে কেবল নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা যায় তা নয়, বরং তরুণ‌তরুণীরা নিজেদের জীবন আরও সমৃদ্ধ ও মজাদার করতে পারে সুখী হতে পারে। তাই নাইট স্কুল কেবল বহুমুখী ও গুণগত মানের লেখাপড়ার প্ল্যাটফর্ম নয়, বরং আজীবন শিক্ষাকে সম্ভব করে তোলে।

কুয়াংচৌ শহরের একটি যুব নাইট স্কুলে হিপ‌হপ ক্লাসের শিক্ষার্থী সিয়াও ইয়ান বহু যুব‌শিক্ষার্থীর একজন। হিপ‌হপ তাঁর জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ সম্পর্কে সিয়াও ইয়ান স্মরণ করে বলেন, 'ছোটবেলা থেকে আমি নৃত্য বেশ পছন্দ করি। বাড়িতে আয়নার সামনে নিয়মিত নৃত্য করি। তবে আমার চরিত্র অন্তর্মুখী এবং আমি একটু মোটা। তাই অনেকের সামনে দাঁড়িয়ে নৃত্য করতে ভয় পাই এবং কখনও এ স্বপ্ন পরিবারের সদস্যদের সাথে শেয়ারও করিনি। তবে নৃত্যের কথা কখনো ভুলে যাইনি।' হঠাৎ একদিন নাইট স্কুলের নৃত্য ক্লাসের নিবন্ধন বিজ্ঞপ্তি দেখতে পান সিয়াও ইয়ান। তখন তিনি নৃত্য ক্লাসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। হিপ হপ শেখার শুরুর দিকে তিনি ভালো করে নৃত্য করতে পারতেন না। বিভিন্ন ভঙ্গিও ঠিকঠাক করতে পারতেন না। তবে ধীরে ধীরে টানা আধা মিনিটের মতো নৃত্যের ভঙ্গি শিখতে পারেন এবং নৃত্যের মজাও অনুভব করতে শেখেন। মেয়ে সিয়াও ইয়ানের জন্য নাইট স্কুলে নৃত্য শেখার সিদ্ধান্ত নৃত্যের চেয়েও আরও গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে সিয়াও ইয়ান বলেন, চলতি বছর আমি নতুন চাকরি নিয়েছি। একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করতে শুরু করি। তাই জীবনযাপনের ছন্দ ও অর্থনৈতিক চাপের সম্মুখীন হই। অনেক সময় বাড়িতে কাজ নিয়েও উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। নাইট স্কুল আমার নৃত্যের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে এবং আমার মন ও শরীর শান্ত হয়েছে। ক্লাসের সহপাঠীদের সাথে আড্ডা দিতে আমি খুব পছন্দ করি।

এ সম্পর্কে সহকারী অধ্যাপক চাং মনে করেন, নাইট স্কুলের স্নাতকপত্র থাকে না, কেবল বিভিন্ন দক্ষতা বা শখ শেখার জন্য ক্লাসে যোগ দেয় শিক্ষার্থীরা। তাই তাদের জন্য লেখাপড়ার প্রক্রিয়া আরও মজার ও তাৎপর্যপূর্ণ। নাইট স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসে কোনো উচ্চ কার্যকারিতা বা কেপিআই থাকে না, তাই শিক্ষার্থীদের ওপর মানসিক চাপও থাকে না। অনেক তরুণ‌তরুণী এমন ক্লাসের মাধ্যমে মানসিক চাপ বরং কমান এবং নতুন উন্নয়নের সম্ভাবনা খুঁজে পান। সেটি উচ্চ চাপের চাকরির পাশাপাশি এক ধরনের আরামদায়ক পদ্ধতি।

তরুণ‌তরুণীদের নাইট স্কুল কেবল আধুনিক যুগে তরুণ‌তরুণীদের নতুন জ্ঞান অর্জনের প্রতি আগ্রহের প্রতীক নয়, বরং চীনের বিভিন্ন এলাকায় জনসাংস্কৃতিক পরিষেবা ব্যবস্থা উন্নয়ন আর শিল্পকলা শিক্ষার উন্নয়নের প্রতিফলন।

শাংহাই মহানগরের নাইট স্কুলে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে স্থানীয় সুপরিচিত সিনিয়র শিল্পী বা হস্তকর্মশিল্পী। ব্রিজ খেলা, চীনা অপেরা, দক্ষিণ চীন স্টাইলের ঐতিহ্যিক মিষ্টিসহ বিভিন্ন মজার ক্লাসে দক্ষ ও সুপরিচিত সিনিয়র শিক্ষক যোগ দেন এসব ক্লাসে। এভাবে যুব শিক্ষার্থীদের জন্য আরও ভালো শিক্ষার সুযোগ আছে। শিক্ষকরা ক্লাসের মাধ্যমে আরও জনপ্রিয়ও হয়ে উঠছেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনের জনসাংস্কৃতিক পরিষেবার ব্যবস্থা দ্রুত উন্নত হয়েছে। চীন সরকার জনসাংস্কৃতিক পরিষেবা উন্নয়নের বিভিন্ন সরকারি দলিল ও পরামর্শ প্রকাশ করেছে। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে চীনাদের জীবনযাপনের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষারও ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে।

চীনের পিপলস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা একাডেমির অধ্যাপক লি লি কুও মনে করেন, নাইট স্কুলের জনপ্রিয়তার পিছনে বিভিন্ন শহরের সাংস্কৃতিক পরিষেবা ও সামাজিক কমিউনিটির শিক্ষার উদ্ভাবনের ভূমিকা আছে। বর্তমানে জ্ঞানের বিস্ফোরণের যুগে নতুন প্রযুক্তি, ধারণা ও নতুন শিল্প ক্রমশ বাড়ছে। তাই নাইট স্কুল তরুণ‌তরুণীদের নতুন জ্ঞান অর্জন, জ্ঞানের কাঠামো উন্নতকরণ, এবং দৃষ্টি বিস্তারের ভালো প্ল্যাটফর্ম।

ভবিষ্যতে সাংস্কৃতিক শিল্পের উন্নয়নে আরও শ্রেষ্ঠ শিক্ষাসম্পদ ও সাংস্কৃতিক পরিষেবা দিতে হলে বিভিন্ন দলের লেখাপড়ার চাহিদা মেটানো জরুরি। এভাবে দক্ষ ব্যক্তির উন্নয়নে উৎসাহ দেওয়া যায়। অধ্যাপক লি মনে করেন, নাইট স্কুলের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পক্ষের যৌথ প্রয়াস দরকার। তাই চলমান নাইট স্কুলগুলোর জন্য সমাজের বিভিন্ন মহলের সমর্থন দরকার। এটা যে সাময়িক ব্যাপার না হয়, দীর্ঘমেয়াদি বিষয় হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। পরিবার, স্কুল ও সামাজিক শিক্ষার বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে সংযুক্ত করে চীনাদের আজীবন পড়াশোনার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব সম্পূর্ণভাবে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংস্থা ও বিভিন্ন মহলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কাজে লাগিয়ে শ্রেষ্ঠ জনসাংস্কৃতিক পরিষেবা থেকে অধিক থেকে অধিকতর মানুষের উপকার করা সম্ভব।

সাময়িকী

কুয়াংউ সংস্কার : ভুল কম করার কৌশল

কুয়াংউ সংস্কার ছিল পূর্ব হান রাজবংশের প্রথম দিকের সম্রাট কুয়াংউ কর্তৃক বাস্তবায়িত ধারাবাহিক সংস্কার‌কার্যক্রম। এটি ওয়াং মাং নতুন শাসন উৎখাতের পর এবং পূর্ব হান রাজবংশের অবস্থা যে ভয়াবহ সংকটে ছিল তার পর চালু করা হয়। যদিও এই সংস্কার ইতিহাসে বিখ্যাত না, তবুও এটি রাজনীতি, সংস্কৃতি ও অন্যান্য দিকগুলোতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

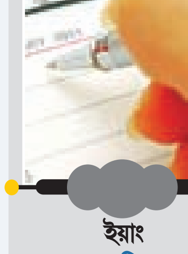

ইয়াং
প্রাবন্ধিক

বিগত পশ্চিমী হান রাজবংশের ত্রুটিসমূহ এবং ওয়াং মাং‌এর নতুন শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে, সম্রাট কুয়াংউ লিউ শিউ গোটা দেশকে একত্রিত করার পর শাসন করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। সরকারকে সংস্কারের জন্য একাধিক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছিলেন, সামাজিক উৎপাদন পুনরুদ্ধার ও বিকাশ করেছিলেন, এবং অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। এটি ইতিহাসে কুয়াংউ চুংশিং নামে পরিচিত। ইতিহাসবিদ সি মা কুয়াং এই সময়টিকে শিয়া, শাং এবং চো রাজবংশের পরে সবচেয়ে সুন্দর রাজবংশ বলে অভিহিত করেন।

আধুনিক সময়ে, সংস্কৃতিবিদ লিয়াং ছি ছাও ও এই সময়টিকে সবচেয়ে সুন্দর প্রথা ও কনফুসিয়াস তত্ত্ব উন্নয়নের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সময় বলে অভিহিত করেছেন। কুয়াংউয়ের সংস্কারের দুটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা পরবর্তী প্রজন্মে সর্বাধিক প্রশংসিত হয়। একটি হল স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে মানুষ সবচেয়ে মূল্যবান এই ধারণাটিকে মেনে চলা, নমনীয় শাসন‌এর নিয়ম বাস্তবায়ন করা, মানবজীবনকে লালন করা এবং সতর্কতার সাথে আচরণ করা, যার মধ্যে নিম্ন বংশোদ্ভূত ও মর্যাদাসম্পন্নদের জীবন রয়েছে। অন্যটি হল, সাহিত্যিক নৈতিকতা গড়ে তোলা, রীতিনীতি ও শিক্ষা এবং ন্যায্যতার প্রতি মনোযোগ দেওয়া।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সম্রাট কুয়াংউয়ের সংস্কার কার্যক্রম ছিল কর্মীব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কর্মীদের ব্যবস্থা এবং সমন্বয়ের পাশাপাশি রাজনীতি, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয়। কর্মী সংস্কারের মূল হল যুদ্ধে পুরস্কারপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের অবসর দেওয়া এবং বেসামরিক কর্মচারীদের পদোন্নতি দেওয়া। মানে, প্রতিষ্ঠাতা নায়কদের পরিবর্তে বেসামরিক কর্মকর্তাদের নির্বাচন করা হবে। সহজ কথায়, এর মানে সামরিক অনুশীলন অব্যাহত রাখা এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করা। একদিকে নায়কদের নিজেদের কৃতিত্ব নিতে এবং সরকারকে প্রভাবিত করতে বাধা দেওয়ার জন্য এটি করা হয়। অন্যদিকে, এটি পুনরুদ্ধারের জন্য বিবেচনা করা হয়। সর্বোপরি, যুদ্ধের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, এবং আবার যুদ্ধে যাওয়া নিরুৎসাহিত করা। তাই দেশ শাসনের জন্য দেশ পরিচালনায় দক্ষ কনফুসিয়ান পণ্ডিতদের বেছে নেওয়াই বেশি উপযুক্ত। অর্থাত, দেশ প্রতিষ্ঠার পর তার ভূমিকা, লক্ষ্য এবং কর্মের পরিবর্তনগুলো আমাদের স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে এবং যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ প্রতিষ্ঠার একই মডেল অনুসারে অন্ধভাবে দেশকে শাসন করা উচিত নয়।

স্থানীয় শাসনে, সম্রাট কুয়াংউ বিভিন্ন সংস্থার কর্মী যাচাই করার এবং সৈন্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের সংখ্যা কমানোর নির্দেশ দেন। ঐতিহাসিক নথি অনুসারে, সেই সময়ে ৪০০টিরও বেশি কাউণ্টি একত্রিত হয়েছিল এবং অনেক বিভাগীয় পদ ও কর্মীকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। একই সময়ে, হান রাজবংশের সম্রাট উ একটি উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন, মিতব্যয়িতার অনুশীলন ও প্রশংসা করেছিলেন এবং সততাকে পুরস্কৃত করেছিলেন। একই সাথে, আইন লংঘনকারী এবং কাজ করতে অক্ষম কর্মকর্তাদের কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হয় এবং একদল অসাধু ও অযোগ্য কর্মকর্তাকে পদচ্যুত করা হয়। তিনি বিভিন্ন জায়গায় কর্মকর্তাদের নিচ থেকে উপরে পর্যন্ত গুণী ব্যক্তিদের সুপারিশ করার নির্দেশ দেন। এই সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের অবশ্যই বেশ কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে, যেমন উচ্চ নৈতিক চরিত্রের হতে হবে, কনফুসিয়ান তত্ত্বের সাথে পরিচিত হতে হবে, জাতীয় আইনের সাথে পরিচিত হতে হবে, এবং সাহসী ও প্রতিভাবান হতে হবে। এইভাবে কর্মকর্তাদের বাছাই করে, সমাজে কনফুসিয়ানিজম অনুশীলনের একটি সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল, এবং সামাজিক উৎপাদন পুনরুদ্ধার ও বিকশিত হয়েছিল। এটা শুধু রাজস্ব বাড়ায়নি, মানুষের জীবন‌জীবিকার উন্নতি ঘটিয়েছিল।

পাঠকের চিঠি

চুল নিয়ে চুলোচুলি !

ওদের মধ্যে কেউ চুল কেটেছে প্রিয় নায়কের স্টাইলে কেউবা প্রিয় ক্রিকেটার বা ফুটবলারদের স্টাইলে ।এমনটি শুনলে হয়তো অনেকের চক্ষু চড়কগাছ। ওরা কিন্তু সকলেই স্কুলে পড়ে। ওদের নামের পাশে বড়ো তকমা ওরা স্টুডেন্ট! সংস্কৃতে একটি কথা আছে ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। অধ্যয়নই যখন ছাত্রদের একমাত্র তপস্যা তখন পড়ার প্রতি শৃঙ্গলাবদ্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। শুধু অধ্যয়নই নয় তার সঙ্গে নিয়মানুবর্তীতার পাঠও নিতে হয় ছাত্রদের। আসলে বিদ্যা দদাতি বিনয়ম । কিন্তু বিভিন্ন সময়ে স্কুলের ছাত্রদের মাথায় চুলের বাহারি স্টাইল স্কুলের সুস্থ পরিবেশকে বিঘ্নিত করছে। বেশ ছাত্রদের এমন চুল যাতে না কাটেন যা একজন ছাত্রের রুচিশীলতাকে নষ্ট করে অন্যদিকে দেখতে দৃষ্টিকটু লাগে ।স্কুল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি আদর্শস্থানীয় জায়গা যেখানে ছাত্র‌ছাত্রীদের স্কুল ইউনিফর্মে সাবলীল ভাবে আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে কিছু ছাত্রদের মাথায় দেখা যায় বাহারী স্টাইলে চুলছাঁটা। সেগুলো দৃষ্টিকটু এবং অন্য ছাত্রদের মনে এর কুপ্রভাব পড়ে। আসলে বর্তমানে অনেক ছাত্রদের মধ্যে সৃজনশীলতার পাশাপাশি রুচিশীলতার অভাব রয়েছে। তাই জীবনশৈলীর বিভিন্নপাঠ তাদের মধ্যে দিতে হবে।অধ্যয়নের পাশাপাশি শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ শেখাতে হবে। তাতে করে হয়তো মূল সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান হতে পারে?

শংকর সাহা দক্ষিণ দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পিআরবি অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyakhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

২২শে ডিসেম্বর সাঁওতালি ভাষার বিজয় দিবসকে সফল করতে সভা

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ ২২শে ডিসেম্বর সাঁওতালি ভাষা বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজক কমিটির সভাপতি শ্যামল মার্ডির সভাপতিত্বে চান্ডিল বাঁধ বোটিং কমপ্লেক্স, হোটেল আহার সৃজনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অল ইন্ডিয়া সাঁওতালি লেখক সমিতি ঝাড়খণ্ড শাখা, পাতকম দিশোম মাঝি পরগনা মহল, ওলচিকি হুল ভাইসি সেরায়কেলাখারসাওয়ান জেলা কমিটি এবং ওলচিকি শিক্ষক সমিতি চান্ডিলের আধিকারিক ও সদস্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে চান্ডিলের শীষমহল কমপ্লেক্সে অবস্থিত পাতকুম মিউজিয়ামে ২২শে ডিসেম্বর যৌথভাবে সাঁওতালি ভাষা বিজয় দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই উপলক্ষে, টোথাকিয়া সংভেদ আখাড়ার মাধ্যমে নির্বাচিত সুপার হান্ড্রেড সাঁওতালি লেখকদের অল ইন্ডিয়া সাঁওতালি লেখক সমিতি, ঝাড়খণ্ড শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মানিত করবে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন অলচিকি ইতুন আসাদের শিক্ষক/শিক্ষার্থীদেরও সম্মাননা জানানো হবে। এ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে। সাঁওতালি ভাষা বিজয় দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে, কোলহান বিভাগ সহ ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাঁওতালি সাহিত্যিক এবং হাজার হাজার সমাজের মানুষ উপস্থিত থাকবেন। সভাটি পরিচালনা করেন অল ইন্ডিয়া সাঁওতালি লেখক সমিতি ঝাড়খণ্ড শাখার সভাপতি রজনী কান্ত মান্ডি এবং সম্পাদক সুধীর চন্দ্র মুর্মু ধন্যবাদ জ্ঞাপন উপস্থাপন করেন। সভায় প্রধান উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক ভুজং টুডু, শ্যামল মার্ডি, হারাধন মার্ডি, মহেন্দ্র নাথ টুডু, পরেশ হাঁসদা, অরুণ টুডু, রজনী কান্ত মান্ডি, সুধীর চন্দ্র মুর্মু, সত্যরঞ্জন সোরেন, নরেন্দ্র মাঝি, গোপাল মারডি, অর্জুন টুডু প্রমুখ।

ভারতের লোকসভায় হামলার ফলে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রতিফলন অসম বিধানসভায়

স্টিকার হিসেবে অনুমতির পাস না থাকার ফলে কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন শিকদারের গাড়ি প্রবেশে বাধা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দুজন যুবক সংসদের ভিজিটার্স গ্যালারি থেকে লাফ দিয়ে লোকসভায় প্রবেশ করে জুতোর ভিতর লুকানো থাকা হলুদ রঙ্গের স্মোক ক্রেকারের মাধ্যমে এক ভয়াবহ এবং চাঞ্চল সৃষ্টিকারী ঘটনা সংঘটিত করেছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এক বড় ধরনের খামতির থাকা এই ঘটনার জেরে সংসদের আট জন নিরাপত্তারক্ষীকে নিলম্বন করা হয়েছে। তাছাড়া এই ঘটনার পর সংসদে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অধিক কঠোরভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এবার লোকসভায় সংগঠিত এই অপ্রীতিকর ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে অসমে। সংসদে সংঘটিত ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে অসম বিধানসভার চত্বরে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। বিধানসভায় প্রবেশ ইচ্ছুক প্রতি ব্যক্তি এবং গাড়ির ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তল্লাশি করার পর গেট থেকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

গত ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংসদে পাকিস্তানের মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন হামলা হয়েছিল। সেই ঘটনায় পাঁচজন নিরাপত্তা রক্ষী শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ২২ বছর পর চলতি বছরের ১৩ ডিসেম্বরে ফের সংসদকে ভিন্ন ধরনের হামলার সাক্ষী হতে হয়েছে। মূলত বামপন্থী মনোবৃত্তি একদল যুবক যুবতী এই কাণ্ড সংঘটিত করেছে। এরমধ্যে দুজন যুবক গত ১৩ ডিসেম্বর সংসদের উপরে থাকা ভিজিটার্স গ্যালারি থেকে নিচে লোকসভায় লাফ দিয়ে লম্প জম্প করার পাশাপাশি জুতোর ভিতর লুকানো থাকা হলুদ রঙ্গের স্মোক ক্রেকারের মাধ্যমে লোকসভায় এক আতঙ্কময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া এই দলের দুজন যুবক যুবতী সংসদের বাইরে একইভাবে বিভিন্ন রঙের স্মোক ক্রেকারের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিবাদ জানিয়েছে। অবশেষে এই চারজনকে দিল্লী পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাদের ব্যাপক জেরা অব্যাহত রেখেছে। এর মধ্যে তাদের আদালতে হাজির করিয়ে সাত দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে দিল্লী পুলিশের স্পেশাল সেল।

সংসদের ভিতরে লোকসভায় এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এমনকি মহারাষ্ট্রে বিধায়কদের দর্শকদের পাশ বিতরণের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করা হয়েছে। একইভাবে এবার অসম বিধানসভার সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও চিন্তিত হয়ে পড়েছে পুলিশ তথা নিরাপত্তা সংস্থাগুলো। তাছাড়া উজান অসমে এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ সংগঠিত হওয়ার পাশাপাশি তিনসুকিয়াতে জীবন্ত গ্রেনেড উদ্ধার হওয়ার পর রাজ্যের সুরক্ষা নিয়ে অধিক চিন্তিত হয়ে পড়েছে পুলিশ তথা সেনাবাহিনী এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলো।

প্রাপ্ত তথ্যের অনুসারে গত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই অসম বিধানসভা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পুলিশ এবং নিরাপত্তা সংস্থা গুলোর শীর্ষ কর্তাদের মধ্যে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই বৈঠকে অসম বিধানসভার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি এক্ষেত্রে সুরক্ষা অধিক কঠোর করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত বর্তমান বিধানসভার কোনো ধরনের অধিবেশন চলছে না। কিন্তু এরপরেও অসম বির্ধানসভার চত্বরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে পুলিশের শীর্ষমহল সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পুলিশের উপর মহলের নেওয়া এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অসম বিধানসভার চত্বরে সুরক্ষা ব্যবস্থা অধিক কঠোর করে তোলা হয়েছে। বিশেষ করে বিধানসভায় প্রবেশের দুটি গেটে এই সুরক্ষা ব্যবস্থা অত্যাধিক ভাবে বৃদ্ধি করা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে যেকোনো গেট দিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির পরিচয় পত্র খতিয়ে দেখা বাধ্যতামূলক করেছেন নিরাপত্তা কর্মীরা। ফলে বিধানসভায় প্রবেশ করা প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের পরিচয় পত্র তাদের দেখাতে হচ্ছে। এরপর সেই ব্যক্তির তন্ন তন্ন করে তল্লাশি নিয়ে এরপর বিধানসভার ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। একই ব্যবস্থা রয়েছে গাড়ির ক্ষেত্রেও। বিধানসভার ভিতরে প্রবেশের জন্য পূর্বে দেওয়া স্টিকার হিসেবে পাস গাড়িতে রয়েছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি গাড়ির ভিতরে তল্লাশি করছেন সুরক্ষা কর্মীরা। এমনকি শুক্রবার স্টিকার হিসেবে অনুমতির পাস না থাকার ফলে কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন শিকদারের গাড়ি প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়েছে। বিধানসভা নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং তল্লাশি বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে উপর মহল থেকে নির্দেশ এসেছে বলে জানিয়েছেন গেটে উপস্থিত পুলিশ অফিসাররা।

যেখানে সেখানে বোমা বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে সাহস থাকলে তাকে টার্গেট করার জন্য আলফাকে চ্যালেঞ্জ ডিজিপি জিপি সিংহের

উজান অসমের বিস্ফোরণ ঘটনা খতিয়ে দেখতে শীঘ্র এনআইএ এর দল রাজ্যে আসছে, ২০২২ এর মতো ২০২৪ সালে একটিও গন্ডার হত্যার ঘটনা যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা নিতে বন বিভাগের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম তথা আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়াকে এবার সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানালেন রাজ্যের ডিজিপি জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিংহ। উজান অসমে এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তিনি বলেন যেখানে সেখানে বোমা বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে কি লাভ। ফলে যেখানে সেখানে বোমা বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে সাহস থাকলে তাকে টার্গেট করার জন্য আলফাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তিনি। ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন উজান অসমের বিস্ফোরণ ঘটনা খতিয়ে দেখতে শীঘ্র রাজ্যে আসছে এনআইএ এর একটি দল। তাছাড়া ২০২২ এর মতো ২০২৪ সালে একটিও গন্ডার হত্যার ঘটনা যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা নিতে বন বিভাগের সঙ্গে কাজিরাঙ্গায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত গত কয়েকদিন ধরে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আলফার তৎপরতা উজান অসমে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি গত এক সপ্তাহের মধ্যে উজান অসমে দুটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ সংগঠিত হওয়ার পাশাপাশি শুক্রবার তিনসুকিয়াতে জীবন্ত গ্রেনেড উদ্ধার হয়েছে। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে দিল্লিতে গোয়েন্দা সংস্থা আইবির মুরুব্বী তপন ডেকার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। রাজ্যে সংঘটিত এই ধরনের বিস্ফোরণের ঘটনা সংক্রান্তে এই বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া আলোচনা পন্থী আলফা সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু করার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। একইভাবে আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়ার সঙ্গেও আলোচনা শুরু করার ক্ষেত্রে সরকার আগ্রহী বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এবার উজান অসমে সংঘটিত বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি বলেন তাকে নিয়ে বিশেষ করে আলফাতে সমস্যা রয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে সরাসরি তাকে টার্গেট করা উচিত। অযথা এখানে সেখানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কোন লাভ নেই। তিনি মহানগরের কাহিলীপাড়ায় থাকেন। তাছাড়া তার কার্যালয় ডিজিপি অফিস উলুবাড়ি। ফলে তাকে টার্গেট করতে হলে এই দুই জায়গায় আসার জন্য আলফার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন তিনি। ডিজিপি বলেন তিনি কোনদিনও বলেননি যে তার ভয় হয়। তার ভয় নেই চিন্তাও নেই। তাদের যাবতীয় ক্ষোভ তার বিরুদ্ধে হলে তাকে টার্গেট করলেই হলো বলে মন্তব্য করেছেন জিপি সিংহ। তিনি জানান উজান অসমে সংঘটিত বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে এনআইএ এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা গুলো সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এনআইএ এর একটি দল শীঘ্র রাজ্যে আসবে। ফলে যে এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তাকে অতি শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে এবং কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন যেখানে সেখানে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানোর কোনো যুক্তি নেই। এর ফলে সাধারণ মানুষের নানা ধরনের অসুবিধা হয়। ফলে অযথা সাধারণ মানুষকে নির্যাতন দিয়ে লাভ নেই। তাছাড়া গত কয়েক মাস ধরে অসম পুলিশের ব্যাপক অভিযান চলছে। কল সেন্টারের বিষয়টি উদঘাটনের উপর এপিএসসি সংক্রান্ত ব্যাপক গ্রেপ্তার অভিযান অব্যাহত রেখেছে অসম পুলিশ। এই যাবতীয় তৎপরতার পিছনে একই পুলিশ রয়েছে। এবার এর পর যদি আলফা এই ধরনের গতিবিধি অব্যাহত থাকে তাহলে বিভিন্ন ধরনের তদন্তে নিযোজিত পুলিশকে অন্য কাজে লাগাতে হবে। এর ফলে মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সাধারণ মানুষ। বর্তমান রাজ্যের অপরাধের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। তাছাড়া কনভিকশন রেট পাঁচ শতাংশ থেকে নভেম্বরে ১৬ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে। এর ফলে রাজ্যবাসী উপকৃত হয়েছেন। এবার এই একই পুলিশকে যদি বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি কাজে লাগানো হয় তাহলে সাধারণ জনতার ক্ষতি হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

অন্যদিকে যে কোন কেলেঙ্কারিতে জড়িত সরকারি অফিসার এবং কর্মচারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ থাকলে তাদের অবশ্যই গ্রেফতার করা হবে বলে ফের একবার স্পষ্ট ভাষা জানিয়ে দিয়েছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি বলেন প্রতিটি দুর্নীতির মামলা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখে যেখানে গ্রেফতার করার মত সুবিধা পাওয়া যায় তখনই গ্রেপ্তার করা হয়। এমনিতেই গ্রেফতার করা সম্ভব হয় না। কারণ শুধুমাত্র গ্রেফতার করা নয় এক্ষেত্রে চার্জশিট করতে হয়, প্রসিকিউট করতে হয়। তবে এপিএসসি কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে এখনো চূড়ান্ত অভিযোগনামা দাখিল এর সময় আসেনি। আরো ৪ থেকে ৬ মাস সময় এর জন্য প্রযোজন হবে। এর মধ্যে কার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ পাওয়া যায় সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এভাবেই এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি। ডিজিপি বলেন ২০২১ সালে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি অফিসার এবং কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করা হয়েছিল। ২০২২ সালের ৫০ থেকে অধিক ব্যক্তিকে এক্ষেত্রে গ্রেফতার করা হয়েছে। চলতি বছর গতকাল গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই সংখ্যা ১০০ তে পৌঁছেছে। অর্থাৎ ১০০ জন সরকারি আমরা এবং কর্মচারী সিএম ভিজিলেন্সের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। রাজ্য থেকে দুর্নীতি সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করে ফেলার ক্ষেত্রে অসম পুলিশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য গন্ডার হত্যা প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে বন বিভাগের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশগ্রহণ করার জন্য কাজিরাঙ্গা এসে উপস্থিত হয়েছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি বলেন প্রতি ছয় মাস অন্তর এক্ষেত্রে জয়েন্ট রিভিউ করা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে এদিন বন বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২৩ সালের মার্চে শুধুমাত্র একটি গন্ডার হত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর এই ধরনের কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়নি। তবে ২০২২ সালে একটিও গন্ডার হত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়নি। তাছাড়া এই মরশুমে মার্চ পর্যন্ত সাধারণত গন্ডার হত্যা ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। এর ফলে একটি বিশেষ রণকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যাবতীয় ব্যবস্থা করার জন্য বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর মূল্য লক্ষ্য হচ্ছে ২০২২ সালের মতো ২০২৪ সালেও যেকোনো ধরনের গন্ডার হত্যার ঘটনা প্রতিরোধ করা বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ।

টুকরো খবর

১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত দলীয় টিকিটের জন্য আবেদন না করলে ধরে নিতে হবে সেই ব্যক্তি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে স্পষ্ট মন্তব্য সভাপতি ভূপেন বরার

নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে ঘিরে রহস্য অব্যাহত, গৌরব গগৈ কিংবা প্রদ্যুৎ বরদলৈ আজও আবেদন না করার বিষয় নিয়ে চর্চা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেসের মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে টিকেট প্রত্যাশীদের ভিড় উমড়ে পড়ছে। গত ১১ ডিসেম্বর থেকে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে লোকসভা নির্বাচনের জন্য দলীয় টিকিটের আশায় আবেদনপত্র সংগ্রহ এবং জমা করে চলেছেন কংগ্রেসের নেতারা। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র ঘিরে আজও রহস্য অব্যাহত রয়েছে। কারণ এই লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় টিকিটের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ করা থেকে বিরত রয়েছেন গৌরব গগৈ কিংবা প্রদ্যুৎ বরদলৈ। ফলে এই বিষয়টি ঘিরে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে ব্যাপক চর্চা চলছে। অবশেষে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত দলীয় টিকিটের জন্য আবেদন না করলে ধরে নিতে হবে সেই ব্যক্তি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ টি রাজনৈতিক দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চের মধ্যে এখনও আসন বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলেও রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য দলীয় টিকিটের আবেদন পত্র সংগ্রহ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে রাজিব ভবন। গত ১১ ডিসেম্বর থেকে এ প্রক্রিয়া শুরু হলেও সেটার অন্ত পরবে ১৯ ডিসেম্বর। ইতিমধ্যে বহু কংগ্রেসের নেতা লোকসভা নির্বাচনের দলীয় টিকিটের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছেন এবং একইসঙ্গে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে সেটা জমা করছেন। এক্ষেত্রে মোট ৩৭ জন প্রার্থী ইতিমধ্যে আবেদনপত্র সংগ্রহ করার পাশাপাশি ১০ জন রাজিব ভবন উপস্থিত হয়ে এক লক্ষ টাকার ড্রাফ্টের সঙ্গে আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন। এমনকি দলীয় টিকিটের জন্য এক লক্ষ টাকা দেওয়া যে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সেটার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আপত্তি প্রদর্শন করেননি কোনো প্রার্থী। বিষয়টির তোয়াক্কা না করে প্রবল উৎসাহে দলীয় টিকেটের আশায় বুঁদ হচ্ছে হয়ে রয়েছেন কংগ্রেসের নেতারা। প্রতিবার গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য টিকিটের আবেদন করা কংগ্রেস নেত্রী ববিতা শর্মা এবার বরপেটা লোকসভা কেন্দ্রের জন্য আবেদন পত্র জমা করেছেন। তিনি বলেন গত নির্বাচনে বরপেটা কেন্দ্র থেকে বহু ভোট পেয়েছেন তিনি। তাছাড়া ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর এবার তার বরপেটা লোকসভা কেন্দ্রে জয়লাভ করার সম্ভাবনা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। স্থানীয় ব্যক্তিরাও তাকে সেখানে চাইছেন। এর ফলে তিনি বরপেটা লোকসভা কেন্দ্রের জন্য টিকেটের আবেদন জানিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন ববিতা শর্মা। প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ প্রথা বর্তমান কংগ্রেস সদস্য আর পি শর্মা শোনিতপুর লোকসভা কেন্দ্রের জন্য আবেদনপত্র জমা করেছেন। তিনি বলেন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নয়টির বেশি আসন দখল করবে। এর মধ্যে ছয়টি আসন ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়ে রয়েছে। এবার শুধু তিনটি আসনের জন্য চেষ্টা করতে হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বর্তমান কংগ্রেসের নেতা আর পি শর্মা।একইভাবে বরপেটা কেন্দ্র থেকে স্থানীয় মহিলা ডঃ মঞ্জুশ্রী পাঠক দলীয় টিকিটের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। স্থানীয় কংগ্রেস নেত্রী হিসেবে তিনি নিশ্চিতভাবে দলীয় টিকেট পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন এই মহিলা নেত্রী। তবে বিভিন্ন নেতাদের রাজ্যের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে টিকিটের আবেদন জানানোর বিপরীতে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের জন্য একটিও আবেদন জমা না পড়ার ক্ষেত্রে রাজিব ভবনে ব্যাপক চর্চা অব্যাহত রয়েছে। এর মূল কারণ এই আসনকে কেন্দ্র করে গৌরব গগৈ কিংবা প্রদ্যুৎ বরদলৈর মধ্যে অব্যাহত থাকা টানাটানি। এই দুজন নেতা এখনো কোনো লোকসভা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে টিকিটের জন্য আবেদন করেননি। এমনকি বরপেটার বর্তমান সাংসদ আব্দুল খালেকও বর্তমান পর্যন্ত টিকিটের আবেদনের ক্ষেত্রে নীরব রয়েছেন। তবে লোকসভা অধিবেশন অব্যাহত থাকার ফলে এই নেতারা এখনও টিকেটের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ করেননি বলে দলীয় নেতারা মন্তব্য করেছেন। কিন্তু নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের জন্য কোন নেতা টিকিটের আবেদন জানাবেন সেটার জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন কংগ্রেসের বহুনেতা। তবে ১৯ ডিসেম্বর যেহেতু আবেদনপত্র সংগ্রহ করার চূড়ান্ত দিন সেদিনের মধ্যেই প্রত্যেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন সেদিনের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি আবেদন না করেন তাহলে ধরে নিতে হবে যে সেই ব্যক্তি লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী নন। ফলে এটা জানার জন্য প্রত্যেককে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা।

শিক্ষা শুধুমাত্র চাকরি বা ব্যবসা করার জন্য নয়, বরং নাগরিক হিসেবে নিরাপত্তার সঙ্গে বেঁচে থাকার এটা এক মাধ্যম বলে মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর

নবভারত সাক্ষরতা কার্যক্রমের অধীনে জরিপকারীদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ নবভারত সাক্ষরতা কার্যক্রমের অধীনে সাক্ষরতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ পূর্ণ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নবভারত সাক্ষরতা কার্যক্রমের অধীনে জরিপকারীদের প্রশিক্ষণ শিবির উদ্বোধন করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন শিক্ষা শুধুমাত্র চাকরি বা ব্যবসা করার জন্য নয়। বরং নাগরিক হিসেবে নিরাপত্তার সঙ্গে বেঁচে থাকার এটা এক মাধ্যম বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত নবভারত সাক্ষরতা কার্যক্রমের অধীনে সাক্ষরতা সম্প্রসারণের লক্ষ্য স্থির করেছে রাজ্য সরকার। মূলত এই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে শিক্ষা বিভাগ। ফলে এই উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়ে অসমকে পূর্ণ সাক্ষর রাজ্যে রূপান্তর করার জন্য শুক্রবার কামরূপ মহানগর জেলা বিদ্যালয়গুলোর পরিদর্শকের কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং রাজ্য সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ অসমের সৌজন্যে দিশপুর মহাবিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে জরিপকারীদের এক বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যসূচি অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যসূচি শুভ উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন মানুষ হিসাবে প্রত্যেকে মা বাবা এবং সমাজ থেকে জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা লাভ করেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও নাগরিক হিসেবে বেঁচে থেকে জীবনের রাস্তায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকের কিছু কারিগরি এবং অন্যান্য জ্ঞানের প্রযোজন হয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন সমাজে বহু ব্যক্তি রয়েছে যারা লিখতে এবং পড়তে জানেন কিন্তু কিছু বিষয়ে বুঝে ওঠার ক্ষেত্রে তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিজন নাগরিকের বর্তমান সময়ে আর্থিক আইন এবং ডিজিটাল শিক্ষার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। এর ফলে শিক্ষা বিভাগ রাজ্যের ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বাদ পড়ে যাওয়া ব্যক্তিদের সনাক্ত করে এই পদক্ষেপের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে প্রয়াস করবে। এর জন্য শিক্ষাবিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসার কর্মচারীদের এক্ষেত্রে জরিপের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। এদিনের অনুষ্ঠানে শিক্ষা বিভাগের সচিব নারায়ণ কোওর, কামরূপ মহানগর জেলা অতিরিক্ত কমিশনার ঝরনা পাটগিরি, কামরূপ মহানগর বিদ্যালয়ে গুলো পরিদর্শক দীপিকা চৌধুরী, দিস্কপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ নবজ্যোতি বরার সঙ্গে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

রোহিতকে সরিয়ে ৮ লাখ অনুসারী হারাল মুম্বাই

মুম্বাই ঃ ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে অর্থের বিনিময়ে দলবদল করা প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে গুজরাট টাইটানস ছেড়ে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে যোগ দিয়েছেন পান্ডিয়া। দুই বছর পর পুরোনো ঠিকানায় ফিরতে না ফিরতেই অধিনায়কত্বও পেয়ে গেছেন এই অলরাউন্ডার। রোহিত শর্মাকে সরিয়ে পান্ডিয়াকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি গতকাল নিশ্চিত করেছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। আর এ ঘটনার ১ ঘণ্টার মধ্যে মুম্বাই তাদের ৪ লাখ টুইটার অনুসারী হারিয়েছে। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিটি এক দিনের ব্যবধানে ইনস্টাগ্রাম অনুসারীও হারিয়েছে ৪ লাখের বেশি। মুম্বাইয়ের স্বীকৃত টুইটার পেজে গিয়ে দেখা গেছে, তাদের বর্তমান অনুসারীর সংখ্যা ৮২ লাখ। গতকাল রোহিতকে সরিয়ে পান্ডিয়াকে অধিনায়ক ঘোষণা করার আগে যা ছিল ৮৬ লাখ। ইনস্টাগ্রামে কাল দুপুরেও অনুসারী সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৩২ লাখ। এখন কমে গিয়ে ১ কোটি ২৮ লাখ। ফেসবুকেও অনুসারীর সংখ্যা কমার কথা। তবে সংখ্যাটা নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি। মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ইতিহাসের সফলতম অধিনায়ক ছিলেন রোহিত। দলটিকে ১১ মৌসুমে নেতৃত্ব দিয়ে পাঁচটি আইপিএল ও একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ টি-টোয়েন্টির শিরোপা এনে দিয়েছেন তিনি। ২০১০ সালে বিলুপ্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি ডেকান চার্জারস ছেড়ে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে যোগ দেন। তখন থেকে মুম্বাইয়ের সঙ্গেই আছেন। দলটির নেতৃত্ব পান আরও তিন মৌসুম পর ২০১৩ সালে। ব্যর্থতার দায়ে অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি অধিনায়ক রিকি পন্টিং সরে দাঁড়ালে তাঁর জায়গা নেন রোহিত। অধিনায়কত্বের অভিষেক মৌসুমেই মুম্বাইকে আইপিএলের প্রথম শিরোপা এনে দেন। একই বছর তাঁর নেতৃত্বে দলটি চ্যাম্পিয়নস লিগও জেতে। রোহিতের জন্ম ভারতের মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। আর মুম্বাই মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী। রোহিতকে তাই ঘরের ছেলে মনে করে মুম্বাই ইন্ডিয়ানের সমর্থকেরা। তাঁর জায়গায় হঠাৎ গুজরাটের ছেলে পান্ডিয়াকে অধিনায়কত্ব দেওয়ায় ব্যাপারটা মুম্বাই সমর্থকদের কাছে 'ঘরের ছেলেকে পর করে দিয়ে বাইরের কাউকে আপন করে নেওয়ার মতো' লাগতে পারে। রাতারাতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুম্বাইয়ের অনুসারী কমার অন্যতম কারণ হতে পারে এটি। তা ছাড়া জনপ্রিয়তাও পান্ডিয়া এখনো রোহিতের ধারেকাছে যেতে পারেননি। টুইটারে রোহিতের অনুসারী সংখ্যা ২ কোটি ২৫ লাখ, পান্ডিয়ার এর অর্ধেকও নয়৯৮ লাখ। রোহিতের নেতৃত্বগুণও আলাদা করে চোখে লেগে থাকার মতো। বিশেষ করে তাঁর নেতৃত্বে সর্বশেষ বিশ্বকাপে ভারত যেভাবে খেলেছে, তিনি নিজেও প্রায় প্রতি ম্যাচেই দলকে যে ঝোড়ো শুরু এনে দিয়েছেন, তা বিশ্বজুড়ে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। এক ক্রিকেটপ্রেমী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুম্বাইয়ের অনুসারী কমে যাওয়ার প্রমাণস্বরূপ স্ক্রিনশট পোস্ট করে লিখেছেন, '১ ঘণ্টায় ৪ লাখ (টুইটার) অনুসারী হারিয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস। এটাই অধিনায়ক রোহিত শর্মার শক্তি।' রোহিত নিজ থেকেই মুম্বাইয়ের নেতৃত্ব ছেড়েছেন নাকি তাঁকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে, সেটা পরিষ্কার করেনি মুম্বাই। নতুন অধিনায়ক হিসেবে পান্ডিয়ার নাম ঘোষণা করতে গিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির গ্লোবাল হেড অব পারফরম্যান্স মাহেলা জয়াবর্ধনে কাল যে কথাগুলো বলেছেন, তাতে বোঝা গেছে ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে চলে আসা ৩৬ বছর বয়সী রোহিতের চেয়ে ৩০ বছর বয়সী পান্ডিয়াকেই বর্তমান প্রেক্ষাপটে যোগ্য মনে হয়েছে তাঁদের, 'এটা উত্তরাধিকার তৈরি এবং মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ভবিষ্যৎপ্রস্তুতির যে দর্শন, সেটিরই অংশ।' দীর্ঘ দিন ধরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে রোহিতের দূরে থাকাও তাঁকে মুম্বাইয়ের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার একটা কারণ হতে পারে। গত বছর অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে ভারত ছিটকে পড়ার পর দেশের হয়ে এই সংস্করণে আর খেলেননি রোহিত।

পাকিস্তানের চেয়ে ৩০০ রানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া

পর্থঃ ১০ ওভার শেষে ২ উইকেটে ৭ রান! দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর এক পর্যায়ে এমনই ছিল। শাহিন আফ্রিদি আর খুররম শাহজাদের একেকটা ডেলিভারি রীতিমতো আগুন ঝরাচ্ছিল পার্থের অপটাস স্টেডিয়ামে। অভিষিক্ত শাহজাদের একটি শর্ট ডেলিভারিতে হাতে ব্যথা পেয়ে ফিজিওকেও ডাকতে হলো মারনাস লাবুশেনকে। একই বোলারের পরের ওভারেই উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিলেন অস্ট্রেলিয়ার নাম্বার তিন।

ইনিংসের শুরুর এই ঝড় শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়েছেন স্টিভেন স্মিথ-উসমান খাজারা। তাতে পার্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার আধিপত্যও প্রতিষ্ঠাও হয়েছে জোরালোভাবেই। প্রথম ইনিংসে ২১৬ রানের লিড নেওয়া অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় দিন শেষ করেছে দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ৮৪ রান নিয়ে। সব মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে ৩০০ রানে। পার্থ টেস্টের তৃতীয় দিনে পাকিস্তান পিছিয়ে গেছে মূলত ব্যাটিংয়েই। আগের দিনের ২ উইকেটে ১৩২ রানের সঙ্গে আজ বাকি ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩৯ রান তুলতে পেরেছেন শান মাসুদরা। আগের দিন বিকেলে নাইট ওয়াচম্যান হিসেবে নামা শাহজাদ ফেরেন দিনের তৃতীয় বলেই, প্যাট কামিন্সের শিকার হয়ে। এরপর বাবর আজমের সঙ্গে ইমাম-উল-হকের চতুর্থ উইকেট জুটি ৪৮ রানের। মিচেল মার্শের বলে ২১ রান করে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেওয়ার আগে পাকিস্তানের পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১৩ হাজার আন্তর্জাতিক রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন বাবর। সদ্য সাবেক অধিনায়কের বিদায়ের পর পাকিস্তান আর বড় জুটি গড়তে পারেনি। ১৬১ বলে অর্ধশতক পূর্ণ করা ইমাম অধৈর্য হয়ে নাথান লায়নকে এগিয়ে মারতে গিয়ে হন স্টাম্পড। থামে ১৯৯ বলে ৬২ রানের দলগত সর্বোচ্চ ইনিংস। লায়ন পরে থামান আমের জামালকেও। যার মাধ্যমে টেস্টে তাঁর উইকেটসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৯৯-এ। পাকিস্তানের হয়ে ৪৩ বলে ২৮ রানের ইনিংস খেলে এক প্রান্তে অপরাজিত ছিল সালমান আগা। লায়ন তিনটি এবং মিচেল স্টার্ক ও কামিন্স ২টি করে উইকেট নেন।

২১৬ রানের লিড নিয়ে পাকিস্তানকে ফলো-অন করানোর সুযোগ ছিল অস্ট্রেলিয়ার। তবে কামিন্স বেছে নেন দ্বিতীয় ইনিংস ব্যাটিংকে। আর সেই ব্যাটিংয়ে নেমেই শাহিন ও শাহজাদের তোপে পড়ে ৫ রানেই ২ উইকেট যায় অস্ট্রেলিয়ার। লাবুশেনকে সরফরাজ আহমেদের ক্যাচ বানানোর আগে ডেভিড ওয়ার্নারকেও ফেরান শাহজাদ। উইকেট না পাওয়া শাহিনও বেশ ভুগিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের। ইনিংসের দশ ওভারের পর শাহিনের বোলিং ফিগার ছিল ৫ ওভারে ৩ মেডেন ও ৩ রান। আর শাহজাদ ৫ ওভারে ২ মেডেনসহ ৪ রানে ২ উইকেট।

তবে খেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বলের ঔজ্জ্বল্য কমে আসার পর ব্যাটিং সহজ হয়ে ওঠে স্মিথ-খাজার জন্য। দুজন অবিচ্ছিন্ন আছেন ২৫ ওভার স্থায়ী জুটিতে। স্মিথ অপরাজিত ৭২ বলে ৪৩ রানে, খাজা ১০৬ বলে ৩৪ রানে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর (তৃতীয় দিন শেষে)

অস্ট্রেলিয়া ঃ৪৮৭ ও ৮৪ /২ (স্মিথ ৪৫, খাজা ৩৪ শাহজাদ ২ /১৯)।

পাকিস্তানঃ ১ম ইনিংস ২৭১ (ইমাম ৬২, শফিক ৪২, মাসুদ ৩০, সালমান ২৮ লায়ন ৩ /৬৬, কামিন্স ২ /৩৫, স্টার্ক ২ /৬৮)।

অস্ট্রেলিয়া ৩০০ রানে এগিয়ে।

২৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে ভারতের মেয়েদের জয়

মুম্বাই ঃ ১৯৯৮ সালে কলম্বোয় পাকিস্তান নারী দলকে ৩০৯ রানে হারিয়েছিল শ্রীলঙ্কা নারী দল। এত দিন পর্যন্ত সেটিই ছিল মেয়েদের টেস্ট ক্রিকেটে রানের ব্যবধানে সবচেয়ে বড় জয়। ২৫ বছর অক্ষত থাকার পর অবশেষে ভাঙল সেই রেকর্ড। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডকে ৩৪৭ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে নারীদের ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় জয়টি পেয়েছেন ভারতের মেয়েরা।

নাবি মুম্বাইয়ের ডিওয়াই স্টেডিয়ামে একমাত্র টেস্টে দীপ্তি শর্মার দুর্দান্ত বোলিংয়ে ঐতিহাসিক এই জয় পায় ভারত। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৬ টেস্ট খেলে এই প্রথম জয় পেলেন ভারতের মেয়েরা।

টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে চার অর্ধশতকে প্রথম ইনিংসে ভারত তোলে ৪২৮ রান। জবাবে দীপ্তির দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১৩৬ রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড। ৫.৩ ওভারে মাত্র ৭ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন দীপ্তি। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ৬ উইকেটে ১৮৬ রানে ইনিংস ঘোষণা করলে ইংল্যান্ডের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪৭৯ রানের।

তাড়া করতে নেমে ফের দীপ্তির তোপের মুখে পড়েন ইংলিশ ব্যাটাররা। সঙ্গে জ্বলে ওঠেন পূজা বস্ত্রকারও। ৩২ রান দিয়ে এবার ৪ উইকেট নেন দীপ্তি, পূজা নেন ৩ উইকেট। এবার ১৩১ রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড। মূলত দীপ্তির দুর্দান্ত বোলিংয়েই দুই ইনিংস মিলিয়ে ইংল্যান্ডের ইনিংস টেকে মাত্র ৩৭৮ বল। মেয়েদের টেস্টে এর চেয়ে কম বল খেলে আর কোনো দল দুবার অলআউট হয়নি। ভারতের ঐতিহাসিক জয়ে দারুণ পারফর্ম করে ম্যাচসেরা হওয়া দীপ্তি ম্যাচ শেষে বলেছেন, 'খুব ভালো লাগছে। কারণ, এই টেস্ট শুরু হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। খুবই গর্ব বোধ হচ্ছে। আমরা নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী বল করেছি। প্রথম দিন আমরা ধৈর্য ধরে ব্যাট করতে চেয়েছি। চেষ্টা ছিল জুটি গড়ার।'

নিজের ম্যাচ জেতানো বোলিং নিয়ে দীপ্তি বলেছেন, 'উইকেট থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি এবং নিজের ওপর বিশ্বাস রেখেছি। হারিদি (হারমানপ্রীত কৌর) বলেছিল, নিজের জায়গায় বল করে যাও, উইকেট তোমাকে সাহায্য করবে। আমরা পরবর্তী ম্যাচগুলোতেও এই পারফরম্যান্স ধরে রাখতে চাই।'

স্মরণীয় জয়ের পর ভারত অধিনায়ক হারমানপ্রীত বলেছেন, 'দারুণ অনুভূতি হচ্ছে। এটা প্রমাণ করে যে আমরা কীভাবে ম্যাচ জিততে পারি। সবকিছু পরিকল্পনামতো হয়েছে এবং দলের প্রত্যেককে এ কৃতিত্ব দিতে হবে।'

‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ বৈশ্বিক মানবাধিকারে চীনা বুদ্ধি ও শক্তি যোগাচ্ছে

বেইজিং (ওয়েবডেস্ক)ঃ বেল্ট অ্যান্ড রোড’ একটি শান্তি, সমৃদ্ধি, উন্মুক্ততা, নবায়ন ও সভ্যতার পথ এবং মানবজাতির অভিন্ন উন্নয়ন বাস্তবায়নের একটি পথ।

চীনা মানবাধিকার উন্নয়ন তহবিল ও সিনহুয়া বার্তা সংস্থার জাতীয় হাই এন্ড থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সম্প্রতি যৌথভাবে প্রকাশ করে ‘আরও ভাল বিশ্বের জন্য – মানবাধিকারের দিক থেকে ১০ বছরের ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ যৌথ নির্মাণ দেখা’ শিরোনামের একটি প্রতিবেদন। এতে বলা হয়, গেল ১০ বছরে ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ যৌথ নির্মাণ একটি প্রত্যাশা থেকে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। নানা দেশের উন্নয়ন ও মানুষের জীবিকার মান উন্নয়নে অবদান রেখেছে, মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার, উন্নয়নের অধিকার নিশ্চিত করেছে এবং বিশ্ব মানবাধিকার উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করেছে।

বেঁচে থাকার অধিকার হলো সব মানবাধিকার উপভোগের ভিত্তি। মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পোশাক যোগানো, চাকরি ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এখনও অনেক দেশের জন্য জরুরি একটি কাজ। প্রতিবেদনে বলা হয়, গেল ১০ বছরে, ধারাবাহিক ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ যৌথ নির্মাণ প্রকল্পের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মানুষের জীবিকা ও চিকিৎসার মান উন্নত হয়েছে। কর্মসংস্থান ও আয় বেড়েছে, যাতে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী রয়েছে অসংখ্যা এমন প্রাণবন্ত উদাহরণ।

বুরুন্ডির জিহাঙ্গা জেলায় কৃষক শায়ার নেগেনদাকুমানা ধান ক্ষেতের বাম্পার ফলন দেখে ভীষণ আনন্দিত। ২০১৮ সাল থেকে চীনের কৃষি বিশেষজ্ঞের তার গ্রামকে ধান চাষের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে বেছে নেন এবং স্থানীয় কৃষকরা চীনা বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে হাইব্রিড ধান চাষের কৌশল শেখেন। তারা দ্রুত ক্ষুধাসমস্যা সমাধান করেন এবং প্রচুর খাদ্য চাষ করে, নতুন বাড়িঘরও নির্মাণ করেন।

সেনেগালের তেনে ফুলার গ্রাম শহরের থেকে দূরে গরম ও জনশূন্য একটি জায়গা। আগে গ্রামে পানি সরবরাহের সরঞ্জাম পুরাতন হয়ে গেলে পানি সংগ্রহে গ্রামবাসিদের দেড় কিলোমিটার দূরে পাশের গ্রাম যেতে হতো। পানি নিতে লাইন থাকতে হতো ভোর থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত। এ কারণে গ্রামের শিশুরাও স্কুলে যেত না। কয়েক বছর আগে চীনের অর্থায়নে সেনেগালে চালু হয় একটি গ্রাম কূপ খননের প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় তেনে ফুলার গ্রামের প্রথম কূপ বসে। গ্রামবাসীরা এখন প্রতিদিন পরিস্কার পানি পান করতে পারে এবং এ প্রকল্পের সাহায্যে সেনেগালের ৭ ভাগের এক ভাগের মানুষের খাবার পানির সমস্যার সমাধান হয়েছে।

ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় চীনের সহায়তায় আফ্রিকান ইউনিয়নের আফ্রিকান রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সদরদপ্তরের প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ কাজ চলতি বছরের জানুয়ারিতে শেষ হয়। এটি আফ্রিকায় প্রথম আধুনিক অফিস ও পরীক্ষাগার এবং সম্পূর্ণ সরঞ্জামসমৃদ্ধ রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। স্থানীয় বাসিন্দা ওয়াকজিরা তোতোফা বলেন, কেন্দ্র নির্মাণ শেষ হবার খবর শুনে সবাই খুশি ও উত্তেজিত। আমাদের চিকিৎসা সেবার মান উন্নত হবে। আমার পরিবারের সদস্য ম্যালেরিয়ায় মারা গেছেন তাই আমি ছোটবেলা থেকে রোগ ভয় পাই।

দশ বছরে, অবকাঠামোর উন্নয়ন থেকে জীবিকা উন্নয়নের প্রকল্প পর্যন্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও চিকিৎসা সহায়তা দেয়া পর্যন্ত, ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ প্রস্তাব এক একটি প্রকল্প ও ফলাফলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগোর মানুষের জীবন ও জীবিকার মান উন্নীত করে।

সেনেগালের চীনা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ আমাদৌ ডিওপ মনে করেন, আফ্রিকা এমনকি বিশ্বের অনেক জায়গার জীবিকার মান, স্বাস্থ্যের মান ও সংস্কৃতি ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ প্রস্তাবের কারণে উন্নত হয়েছে। এটিও ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ যৌথ নির্মাণের মাধ্যমে মানবাধিকার উন্নয়নের অনুশীলন।

অন্যদিকে উন্নয়নের অধিকার হলো মানবাধিকারের সার্বিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। বিশ্বব্যাপী অনেক দেশ উন্নয়নের মাধ্যমে সংঘাত নির্মূল করতে চায়। উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা যায় এবং উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের সুন্দর

জীবনের চাহিদা পূরণ করা যায়।

থিঙ্ক ট্যাঙ্কের প্রতিবেদনে বলা হয়, উৎপাদন ও জীবনযাপনের অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ যৌথ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনীতি ও সমাজের উন্নয়ন এগিয়ে নিয়ে যায়, স্থানীয় মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে এবং ব্যাপকভাবে সহযোগিতা যোগায়, যাতে মানুষের জীবিকার মান উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পরিবেশসহ নানা ক্ষেত্রের অধিকার নিশ্চিত করে।

কেনিয়ায় এমন একটি গান আছে – ‘মোম্বাসা নাইরোবি আমার বাড়িতে চালু হয়েছে রেলপথ’। গানে চীন ও কেনিয়ার যৌথ উদ্যোগে নির্মিত মোম্বাসা নাইরোবি রেলপথের কথা উল্লেখ করা হয়। এর আগে দুটি জায়গার মধ্যে যাতায়াত করতে বাসে ১০ ঘঃটার সময় লাগত আর এখন ট্রেনে করে মাত্র ৪ ঘঃটা লাগে। চালু হবার পর গেল ৬ বছরে, এ রেলপথ পরিবহনের গতি দ্রুততর করেছে এবং রেলপথের পাশে শহরের অর্থনীতিও দ্রুত উন্নয়ন হয়েছে।

কাজাখস্তানের আস্তানা ছিল ঠাণ্ডার নগর, বাতাসের নগর। প্রতি শীতকালে এখানে প্রচুর ঠাণ্ডা পড়তো। জমি লবণাক্ত হওয়ার কারণে প্রতিরোধক বন সৃষ্টি করা কঠিন একটি কাজ ছিল। চীনের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সিনচিয়াং প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক গবেষণালয় ও কাজাখাস্তানের ট্যানসেফুলিন কৃষি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারা এমন গাছের চারা কাজাখাস্তানে আনা হয় এবং স্থানীয় জমির মান উন্নয়ন করতে দু দেশের বিশেষজ্ঞরাও সহযোগিতা করেন। দু পক্ষের প্রচেষ্টায় কাজাখাস্তানের রাজধানীকে কেন্দ্র করে একটি প্রতিরক্ষামূলক বন তৈরি করা হয়েছে, যাতে মানুষের জীবনযাপনের উপর বাতাসের প্রভাব কমে।

পাপুয়া নিউ গিনির রাজধানী মোরসবি বন্দরে, উপকণ্ঠের গুল্মে চীনের সাহায্যে নির্মিত একটি স্কুল আছে। স্কুলে রয়েছে টেনিস মাঠ, বাস্কেটবল মাঠ, স্পোর্টস হল ও রাগবি মাঠ। আগে দীর্ঘসময়ে অপর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের কারণে এ স্কুলের কিছু ক্লাসরুম ভেঙে যায় এবং টেবিল ও চেয়ারও যথেষ্ট ছিল না। অনেক শিক্ষার্থী মাঠে বসে ক্লাস করতো। পুর্নির্মাণের পর এখন স্কুলে কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠদান শুরু হয়েছে। মোট ৫০টি ক্লাসের ৩ হাজার জন শিক্ষার্থী এখানে লেখাপড়া করে।

আঞ্চলিক যোগাযোগ জোরদার, পরিবেশ সংরক্ষণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন, গণসংস্কৃতি নির্মাণ, শিশু ও নারীদের অধিকার জোরদার. বিশ্বব্যাপী আরও বেশি শহর ও অঞ্চলে ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ প্রস্তাবের কারণে নতুন রূপ দেখা যায়।

নাইজেরিয়ার চীনা গবেষণালয়ের পরিচালক চার্লস ওনুনাইজু বলেন, চীনারা বলে, ধনী হতে চাইলে প্রথমে রাস্তা নির্মাণ করতে হয়। ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ যৌথ নির্মাণ বিভিন্ন দেশ, জাতি এমনকি গোত্রের মধ্যে যোগাযোগ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনকে শক্তিশালী করছে, যা সংঘাত নিমূল ও যৌথ উন্নয়নের জন্য সহায়ক।

কম্বোডিয়া চীন সমপর্ক উন্নয়ন সমিতির প্রধান সেমোনিল মনে করেন, চীন উন্নয়নের রহস্য খুঁজে পেয়েছে এবং তা বিশ্বের সঙ্গে শেয়ার করছে। ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ যৌথ নির্মাণ প্রস্তাব নানা দেশের জন্য সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং স্থানীয় মানুষের জীবনও এরকারণে অনেক উন্নত হয়েছে।

প্রত্যেকে সম্পূর্ণ ভাবে মানবাধিকার উপভোগ করবে –এটা মানবসমাজের মহান একটি স্বপ্ন। মানবাধিকার উন্নয়ন ও রক্ষা মানবজাতির অভিন্ন কাজ এবং এর জন্য সবার প্রচেষ্টার দরকার।

বর্তমানে ক্ষুধা, দারিদ্র, যুদ্ধ, পরিবেশ দূষণসহ অনেক সমস্যার সমাধান হয়নি। উন্নয়নের ভারসাম্যহীনতা, সমন্বয়হীনতা, টেকসইহীনতা এমন নানা সমস্যাও রয়েছে। মানবাধিকার উন্নয়ন ও প্রশাসন কঠোর চ্যালেঞ্জের মুখে। থিঙ্ক ট্যাঙ্কের প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’যৌথ নির্মাণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

মানুষের সুখী জীবন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার। পাকিস্তান ইসলামবাদ শান্তি ও কূটনৈতিক গবেষণালয়ের পরিচালক মোহাম্মদ আসিফ নূর বলেন, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর দারিদ্রবিমোচন, মানুষের জীবিকার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষায় আর্থিক সমর্থন দেওয়াসহ নানা ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’যৌথ নির্মাণ।

বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং সহযোগিতা উন্নয়নের বাধা দূর করার সবচেয়ে ভাল উপায়। ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ যৌথ নির্মাণের মাধ্যমে একটি সহনশীল, বাস্তব ও ব্যাপক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হয়েছে। সুইসজারল্যান্ডের বিদেশি সাংবাদিক সমিতির চেয়ারম্যান পিটার কেনি ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’যৌথ নির্মাণের আওতায় আফ্রিকান দেশগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখেন। তিনি বলেন, উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ যৌথ নির্মাণের মাধ্যমে আফ্রিকান দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিভিন্ন দেশের অবস্থাও ভিন্ন। হাঙ্গেরির জন ভন নিউম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরেশিয়া কেন্দ্রের পরিচালক হরভাথ লেভেন্ট বলেন, বিশ্বের উন্নয়ন কোন দিকে যাবে তা কয়েকটি দেশের সিদ্ধান্ত নয়, বরং বিশ্বের নানা দেশ একসঙ্গে সেটা বেছে নেয়। চীন উত্থাপিত ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ যৌথ নির্মাণ প্রস্তাব ও উদ্যোগ বিভিন্ন সভ্যতা ও দেশের প্রতি সম্মান এবং অভিন্ন উন্নয়নের প্রত্যাশা প্রকাশ করে।

কোনও দেশ বড় বা ছোট হোক, তার শক্তি বেশি বা কম হোক, উন্নয়ন দ্রুত বা ধীর হোক সবাই আন্তর্জাতিক সমাজের একটি সদস্য। ‘বেল্ট অ্যান্ড রোড’ যৌথ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে কোনও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শর্ত থাকে না। সবাই সমান অংশগ্রহণকারী ও উপকারভোগী। এটা যৌথ আলোচনার মাধ্যমে একটি ন্যায় সৃঙ্খলা গড়ে তোলে।

কেবল নানা দেশ সমানভাবে সহযোগিতা করলে, অভিন্ন উন্নয়ন হলে সমৃদ্ধি স্থায়ী হতে পারে এবং মানবাধিকার পুরোপুরি উপভোগের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে পারে।

টুকরো খবর

দলের স্বতন্ত্রও বিদ্রোহীদের আতঙ্কে আওয়ামী লীগের নৌকা

ঢাকা ঃ নিজের দলের ‘স্বতন্ত্র’ ও বিদ্রোহী প্রার্থীদের চ্যালেঞ্জের মুখে আওয়ামীলীগের নৌকার প্রার্থীরা। স্বতন্ত্রদের নিবৃত্ত করার জন্য তারা শেখ হাসিনার সহায়তা কামনা করছেন বলেও জানা গেছে।

জোটের যে প্রার্থীরা নৌকা প্রতীক পেয়েছেন বা এখনো পাওয়ার আশায় আছেন, তারাও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী ও স্বতন্ত্রদের বসিয়ে দেয়ার অনুরোধ করছেন। আওয়ামী লীগের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতা বলেন, আজ এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী অনড়। তিনি স্বতন্ত্র ও বিদ্রোহীদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না। কালকে কী হবে তা বলতে পারছি না। আর প্রধানমন্ত্রীর এই অবস্থানের কারণে অনেক আওয়ামী লীগ প্রার্থী, এমনকি বেশ কিছু ভিআইপি প্রার্থীর ঘুম হারাম। তারা এলাকায় না গিয়ে ঢাকায় তদবিরে ব্যস্ত। তারা চাইছেন প্রকাশ্যে না হলেও যেন কৌশলে স্বতন্ত্রদের বসিয়ে দেয়া হয়। যে যার মতো করে এই তদবির করছেন বলে জানা গেছে। আর ১৪ দলীয় জোটের যে সাত জনের আসন নিয়ে সমঝোতা হয়েছে, তারা নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করার সুযোগ পেয়েও ভয়ে আছেন। তারাও প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন বিদ্রোহী বা ডামি যারা আছেন, তাদের বসিয়ে দেয়ার জন্য। আর এজন্য হাতে সময় আছে মাত্র দুই দিন। ১৭ ডিসেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। এর মধ্যে যা করার করতে হবে। তাই নৌকার সবাই এখন স্বতন্ত্রদের বসিয়ে দিতে শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপের জন্য মরিয়া। এদিকে প্রাথমিক পর্যায়ে জেলা রিটানিং কর্মকর্তারা অনেক স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করলেও তারা অনেকেই আবার আপিল মামলা জিতে ফিরে এসেছেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের বেশ কিছু প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল হয়েছে। এরমধ্যে ভিআপি প্রার্থীও আছেন। সব মিলিয়ে বিএনপি ছাড়া একপাক্ষিক নির্বাচনেও নির্বাচনের মাঠে নামার আগেই ব্যাপক টেনশনে আছেন নৌকা প্রতীক পাওয়া অনেক প্রার্থী। নির্বাচনি এলাকায়ও এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের সঙ্গে বিদ্রোহী, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সমর্থকদের সংঘাত সংঘর্ষ বাড়ছে। এরই মধ্যে সংঘর্ষে পিরোজপুরে একজন নিহত হয়েছেন। আর মনোয়নপত্র দাখিলের পর স্বতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মধ্যে কমপক্ষে ২০ জায়গায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। যেসব এলাকায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন, সেসব স্থানে স্থানীয় আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যেই বিভক্ত হয়ে পড়েছে। গত ২৭ নভেম্বর ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ। ওই দিন সকালে শেখ হাসিনা জানিয়ে দেন, দলীয় নেতারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে পারবেন। নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে ও ভোট কেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতি বাড়াতে এই সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এর ফলে ৩০০ আসনের মধ্যে ২২৯টি আসনেই মনোনয়ন না পাওয়া নেতারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হন। মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাইয়ে স্বতন্ত্রদের বড় একটি অংশ বাদ পড়লেও তাদের অধিকাংশই আবার আপিলে ফিরে এসেছেন। ফলে যাচাই বাছাইয়ে স্থানীয় পর্যায়ে তারা যে ‘ম্যাকানিজম’ করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছে। উল্টো আওয়ামী লীগের বেশ কিছু প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হয়েছে। তাদের মধ্যে ভিআইপিরাও আছেন। গত পাঁচ দিনে ২৫৭ জন প্রার্থীতা ফিরে পেয়েছেন। শুক্রবার শেষ দিনের আপিল নিস্পত্তি শেষে জানা যাবে কতজন ফেরত পেলেন এবং কতজনের বাতিল হলো। এদিকে ১৪ দলকে সাতটি আসন দেয়ার পর তারা আরো দুই একটি আসন পেতে পারে। আর জাতীয় পার্টি চায় ৪০টি আসন। তাদের সঙ্গে আসন সমঝোতা শুক্রবার রাতের মধ্যেই হতে পারে। আয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন বলেন, প্রার্থী হিসেবে আমি মনে করি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী যে কোনো প্রার্থীই আমার জন্য চ্যালেঞ্জ। সেক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রার্থীও আমার জন্য চ্যালেঞ্জ। বিএনপি যদি নির্বাচন করতো তাহলে তাদের প্রার্থীর সঙ্গে তো আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হতো। তাহলে এখন কেন কেন করবো না। তবে তিনি মনে করেন, এবারের চিত্র আলাদা। বিএনপি নির্বাচনে না থাকায় প্রধানত স্বতন্ত্র প্রার্থীরাই আওয়ামী লীগের জন্য চ্যালেঞ্জ এবং প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী স্বতন্ত্রদের ব্যাপারে এখানো আগের অবস্থানেই আছেন। স্বতন্ত্রদের বসিয়ে দেয়া বা তাদের নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার কোনো ইচ্ছা তার নাই। সেটা আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী বা অন্য কোনোদল বা নির্দলীয় স্বতন্ত্র হোক। তিনি চান একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও একই কথা বলেছেন। স্বতন্ত্রদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের সমর্থক ও কর্মীদের সংঘাতের ব্যাপারে তিনি বলেন, কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এটা বাড়বেনা, নির্বাচন শান্তিপূর্ণই হবে।

আওয়ামী লীগের কয়েক জন নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে কমপক্ষে ১৩০টি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বিপক্ষে দলের বিদ্রোহীসহ এক বা একাধিক শক্ত স্বতন্ত্র প্রার্থী আছেন। এর মধ্যে কমপক্ষে ৮০টি আসনে দলীয় প্রার্থীর সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। অনেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য তাদের কাছে ধরাশায়ী হতে পারেন। ওই নেতারা জানান, দলের শীর্ষ পর্যায়ে যে হিসাব আছে তাতে তারা মনে করেন বিএনপি ছাড়া এই নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হলেও আওয়ামী লীগ ১৫০টির বেশি আসন পাবে। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন চান। চান উল্লেখযোগ্য ভোটারের উপাস্থিতি। আর স্বতন্ত্র যারা জিতবেন তারা আধিকাংশই আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী। ফলে ওই আসনগুলো আয়ামীলীগেরই থাকবে। শেখ হাসিনা তাই জানিয়ে দিয়েছেন, মনোনয়ন দিয়েছি এখন নিজের যোগ্যতায় জিতে আসুন। এদিকে শুধু স্বতন্ত্র না কেউ কেউ নিজেদের দেয়া ডামি প্রার্থীদেরও ভয় পাচ্ছেন। কয়েকটি আসনে ডামি প্রার্থীও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।

সার্বিক পরিস্থিকি বিশ্লেষণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধাপক ড. শান্তনু মজুমদার বলেন, যদি পরিস্থিতি এরকমই থাকে তাহলে এবারের নির্বাচনে স্বতন্ত্ররা বড় ফ্যাক্টর হিসেবে আবির্ভূত হবেন। এটা আওয়ামী লীগের জন্য চ্যালেঞ্জ না হলেও কোনো কোনো প্রার্থীর জন্য চ্যালেঞ্জ হবে। নানা ধরনের চিন্তা তৈরি হচ্ছে, তার একটি হলো কেউ কেউ বলছেন, তারা নৌকার বিরুদ্ধে নয়, নৌকার প্রার্থীর বিরুদ্ধে। তার কথা, এবারের নির্বাচনটা এখন পর্যন্ত অভিনব। আগে হয়তোবা সারাদেশে দুই একজন শক্তিশালী স্বতন্ত্র প্রার্থী দেখা যেতো। এবার অনেক। ডজন ডজন। যদি শেষ পর্যন্ত নির্বাচন ফেয়ার হয়, সহিংসা না হয় আর জাতীয় পার্টি আরো শক্তিমত্তা দেখাতে পারে তাহলে সব মিলিয়ে নতুন একটা পরিস্থিতি হতে পারে। তিনি বলেন, বিএনপি নির্বাচনে না থাকায় এবং প্রধানমন্ত্রী স্বতন্ত্রদের উৎসাহিত করায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সুরক্ষা দেয়ার কথাও বলছেন। এখন পর্যন্ত তাঙ্কর যা মনোভাব তাতে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন চাচ্ছেন। চাচ্ছেন কেন্দ্রে যেন ভোটার উপস্থিতি বেশি হয়। তবে বিএনপি নির্বাচনে এলে হয়তো বিদ্রোহী বা স্বতন্ত্রদের উৎসাহিত করার বা সুরক্ষা দেয়ার বিষয়টি এরকমভাবে হতো না। এত স্বতন্ত্র ও বিদ্রোহী প্রার্থীও হতো না, মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
17:12:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

খাদ্যপণ্য ক্রয় কমালে কি দাম কমে?

ঢাকা ঃ সাতই ডিসেম্বর ভারত পেঁয়াজ রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পরপরই বাংলাদেশে রাতারাতি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায় পেঁয়াজের দাম। এরপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা যায় একরকম বয়কটের ডাক। কেউ বলেন এক সপ্তাহের জন্য, কেউ বলেন দশ থেকে পনেরো দিনের জন্য পেঁয়াজ কেনা বাদ দিতে। এমন প্রায় সব পোস্টের যুক্তি একই ধরণের, এভাবে সবাই মিলে বর্জন করলে পেঁয়াজ পচে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে সিন্ডিকেটের কারসাজি ভেঙ্গে দেয়া সম্ভব হবে এবং দাম কমে আসবে। ক্রিয়েটিভ ডিজাইনিং পেশায় থাকা মোঃ মনোয়ার হোসেন তেমন একটি পোস্ট শেয়ার করেন যেখানে ১৫ দিন পেঁয়াজ না খেয়ে মানিয়ে নেয়ার কথা বলা হচ্ছে। তিনি বলছিলেন মাংসের দাম কমার যে উদাহরণ সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গেছে সেখান থেকেই তাঁর কাছে সমষ্টিগতভাবে এভাবে বর্জন করাটা যৌক্তিক মনে হয়েছে। উচ্চ মূল্যের কারণে মানুষ গরুর মাংস কেনা কমিয়ে দিলে এর প্রভাবে দাম কমে যায়। যদিও চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি থাকাও একটা ফ্যাক্টর ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, দাম বেড়ে যাওয়ার পর মানুষ যদি ক্রয় কমিয়ে দেয় তাহলে কি দাম কমে? গত এক সপ্তাহে বাজারগুলো ঘুরে দেখা গেছে পেঁয়াজের ক্রেতা তুলনামূলক কম। যারাও কিনছেন তাদের অনেকে কয়ের ক্ষেত্রে রাশ টেনে ধরেছেন।

ভুল করে গাজায় নিজেদের মানুষ মেরে ফেলেছে ইসরায়েলি বাহিনী

গাজা (এজেন্সী) ঃ ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলছে গাজায় অভিযানের সময় তারা তাদেরই তিনজন জিম্মিকে 'হুমকি' মনে করে ভুল করে হত্যা করেছে।

তাদের নাম হল ইয়োতাম হাইম, ২৮, সামের তালালকা, ২২ এবং অ্যালন শামরিজ, ২৬। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এই ঘটনায় অনুশোচনা প্রকাশ করে এবং জানায় এই তিনজনকে সৈন্যরা গাজার উত্তরে শেজাইয়াতে অভিযানের সময় গুলি করে।

গত ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলে হামলার পর থেকে একশোরও বেশি জিম্মিকে গাজায় বন্দি করে রাখা হয়েছে।

ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স আইডিএফ বলছে শুক্রবারের এই ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং তারা এই ট্র্যাজিক ঘটনায় তীব্র অনুশোচনা প্রকাশ করছে এবং পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয় - আমাদের জাতীয় লক্ষ্যই হল এখনও যাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাদের উদ্ধার করা এবং সব জিম্মিকে ঘরে ফিরিয়ে আনা।

সেনাবাহিনীর এই ঘোষণার পর শত শত মানুষ তেল আবিবের কেন্দ্রে জড়ো হয় এবং তারা আইডিএফের সামরিক স্থাপনা অভিমুখে যাত্রা করে, এসময় তারা সরকারকে বাকি জিম্মিদের ফিরিয়ে আনতে চুক্তি সম্পন্ন করার আহবান জানায়।

প্রতিবাদকারীরা মোমবাতি নিয়ে রাস্তায় নামে এবং তাদের প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, তাদের ঘরে ফিরিয়ে আন এবং বন্দি বিনিময় কর এখনি।

তিনজনের মৃতদেহ এরইমধ্যে ইসরায়েলে আনা হয়েছে এবং তাদের শনাক্ত করেছে পরিবারের লোকজন।

ইয়োতাম হাইম, যিনি ৭ই অক্টোবর সীমান্তবর্তী শহর কেফার আজা থেকে অপহৃত হন, তিনি ছিলেন একজন মিউজিশিয়ান যিনি প্রাণীদের ভালবাসতেন এবং ইতালিয়ান খাবার রান্না করতে পছন্দ করতেন।

হামাসের হামলার সময় তিনি তার পরিবারকে ফোন করেন এবং জানান তার বাড়িতে আগুন দেয়া হয়েছে। যখন তিনি খোলা বাতাসের জন্য জানালা খুলে দেন তখনি তাকে অপহরণ করে হামাস।

ছেলের মৃত্যুসংবাদ আসার আগে, ইয়োতামের মা বিবিসিকে বলেন, তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বাড়িতে লুকিয়ে থেকে তারা একে অপরের সাথে বার্তা আদান প্রদান করেন।

অ্যালন শামরিজও হামলার সময় কেফার আজা শহরে ছিলেন। তার পরিবার তার নাম প্রকাশের অনুমতি দেয় কিন্তু জানায় তার পরিচয় যাতে প্রকাশ না হয়।

সামের তালালকা মূলত একজন বেদুইন, তাকে অপহরণ করা হয় নির আম থেকে শহর থেকে। মোটরসাইকেলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন তিনি।

তিনি হুরায় বসবাস করতেন এবং সেখানে একটা মুরগির হ্যাচারিতে কাজ করতেন। ৭ই অক্টোবর সকালে তিনি কাজে যোগদান করেছিলেন। হামলার পর তিনি তার বোনকে ফোন করে জানান যে তার গুলি লেগেছে।

তারা বাবা স্থানীয় গণমাধ্যমে জানান হামলার দিন স্থানীয় সময় সকাল সাতটার দিকে তার সাথে শেষবার যোগাযোগ হয়। গাজা থেকে তালালকার একটা ছবি টেলিগ্রামে শেয়ার করা হয়।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তাদের এই মৃত্যুকে অসহনীয় ট্র্যাজেডি বলে বর্ণনা করেছেন।

এই কঠিন সন্ধ্যাতেও, আমরা আমাদের ক্ষততে প্রলেপ দিয়ে ঘুরে দাঁড়াব, এ থেকে শিক্ষা নেব এবং আমাদের সব বন্দিদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাব।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন কারবি বলেন এই হত্যাকান্ড ছিল একটা ট্র্যাজিক দুর্ঘটনা এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই যে এই অপারেশন ঠিক কীভাবে চালানো হয়েছে।

ইসরায়েলে গত ৭ই অক্টোবর হামাসের হামলায় ১২০০ জন মারা যায় এবং জিম্মি করা হয় ২৪০ জনকে।

তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে বন্দি বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তবে এখনো একশোর বেশি জিম্মিকে গাজায় বন্দি করে রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর ১৮,৮০০ জনের বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরও ৫০ হাজার।

হেন আভিগডোরি, যার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দির পর মুক্তি দেয়া হয়েছে, বলেন তিনি প্রায়ই লোকজনকে বলতে শোনেন যে জিম্মিদের 'সামরিক উপায়েই' উদ্ধার করা সম্ভব।

কিন্তু আসলে এমন কোন সামরিক উপায় নেই যাতে তাদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনা যাবে, সামাজিক মাধ্যম এক্স যা আগে টুইটার বলে পরিচিত ছিল সেখানে লিখেছেন তিনি।

যাদের হৃদয় ও মন আছে এমন সব মানুষই একই কথা বলবেন, তাদের কফিনে করে নয় বরং জীবিত উদ্ধার করতে হলে ইসরায়েলকে অবশ্যই কোন চুক্তিতে যেতে হবে।

গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 'অনেক মাস' ধরে চলবে, বললেন ইসরাইলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী

ইসরাইলি ঃ বৃহস্পতিবার ইসরাইলের প্রতিরক্ষা প্রধান ইয়োভ গ্যালান্ট সেখানে সফররত হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সালিভানকে বলেছেন, গাজা ভূখণ্ডে হামাস জঙ্গিদের পরাস্ত করতে ইসরাইলি বাহিনীর কয়েক মাস সময় লাগবে। গ্যালান্ট বলেন, হামাস এক দশকের বেশি সময় ধরে গাজায় ভূঅভ্যন্তরে এবং মাটির ওপরে তাদের অবকাঠামো নির্মাণ করে চলেছে। তিনি বলেন, ইসলামপন্থী এ গোষ্ঠীকে ধ্বংস করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। এই যুদ্ধ কয়েক মাসের চেয়েও বেশি সময় ধরে চলবে।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে । ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

গ্যালান্ট বলেন, কিন্তু আমরা জিতবো এবং আমরা তাদের ধ্বংস করবো।

গ্যালান্টের সাথে সালিভানের আলোচনার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।

গাজায় ইসরাইল হামাস যুদ্ধ এখন তৃতীয় মাসে। গ্যালান্টের দফতর বলেছে, দুই কর্মকর্তা লেবাননের সাথে ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহর যুদ্ধের কারণে কয়েক হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ার পরে উত্তরে লেবাননের সীমান্তের কাছে ইসরাইলিদের নিজ বাড়ি ফেরার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা করেছেন।

সালিভানের সফরের আগে ইসরাইলি বাহিনী বৃহস্পতিবার গাজা ভূখণ্ডে আরও বিমান হামলা চালায়।

এদিকে বৃহস্পতিবার ইসরাইলের সেনারা অধিকৃত পশ্চিম তীরে অভিযান চালায়। ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা বলেছেন, এতে ১২ জন নিহত হয়েছে এবং ইসরাইলের সরকার বলেছে, কয়েক ডজন জঙ্গিকে আটক করা হয়েছে।

ডক্টর্স উইদাউট বর্ডার্স জানায়, খলিল সুলেমান হাসপাতালের কম্পাউন্ডে ইসরাইলি সেনাদের হাতে নিহতদের মধ্যে একজন নিরস্ত্র কিশোরও ছিল। হাসপাতালটি জেনিনের শরণার্থী শিবিরের বাইরে অবস্থিত।

ফিলিস্তিন সরকার জেনিনে অভিযানকে বিপজ্জনক বৃদ্ধি বলে নিন্দা জানিয়েছে। সরকার আরও বলেছে, কিছু ইসরাইলি সৈন্য দ্বারা একটি মসজিদের অবমাননা ধর্মীয় দ্বন্দ্ব আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ইসরাইল বলেছে, তারা সেনাদের কঠোর ভাবে তিরস্কার করবে। ইসরাইলি সেনাবাহিনী বলেছে, তারা পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান বৃদ্ধি করছে। সেনাবাহিনী বলেছে, তারা বৃহস্পতিবারের অভিযানে ১০ জনের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে, যাদেরকে তারা সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করেছে। তারপর ওই অভিযানের সমাপ্তি ঘটেছে।

বাইডেন ট্রাম্পঃ যুক্তরাষ্ট্রে ভোটাররা গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাজনৈতিকভাবে মেরুকৃত একটি দেশে ২০২৪ সালের নির্বাচনে আমেরিকানরা একটি ইস্যুতে সহমত হবেন বলে ধারণা, আর সেটি হল গণতন্ত্রের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ এবং দেশের ভবিষ্যতের উপর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কীভাবে ও কতখানি প্রভাব ফেলবে সেই বিষয়টি। দেশকে এমন হুমকির মুখে কে ফেলছেন, তা নিয়ে তাঁরা শুধু একমত হবেন না। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এনওআরসি সেন্টার ফর পাবলিক অ্যাফেয়ার্স রিসার্চের এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে, প্রাপ্তবয়স্কদের ৬২ শতাংশ বলছে যে, আগামী শরতকালের ভোটে কে জিতছে তার উপর নির্ভর করবে যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র কতটা ঝুঁকিতে পড়তে পারে। ডেমোক্র্যাট (৭২ শতাংশ) ও রিপাবলিকানদের (৫৫ শতাংশ) বেশিরভাগ মানুষই এমনটা ভাবছেন, তবে তাদের এমনটি ভাববার কারণগুলি ভিন্ন। রিপাবলিকান দলের সম্মুখসারির প্রতিদ্বন্দ্বি ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করার পর ও দফতরে ক্ষমতার অপব্যবহার করার কথা অস্বীকার করতে নাকচ পর যদি হোয়াইট হাউসে ফিরে আসেন তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ভয়াবহ হতে পারে, এমনটাই বোঝাতে চেয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট (ট্রাম্প) পরে ভাষ্যকে নাকচ করে দেয়া চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনা নির্বাচনী গোলযোগ ও নথি সংক্রান্ত মামলা দেখিয়ে দিয়েছে যে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আইনিভাবে পর্যুদস্ত করতে বাইডেন ফেডারেল সরকারকে হাতিয়ার বানিয়েছেন। তিনি বাইডেনকে আমেরিকার গণতন্ত্রের ধ্বংসকারী বলে অভিহিত করেছেন।

মুজিব নগর সরকারের শপথ গ্রহণের নেপথ্যে যা ঘটেছিল

ঢাকা ঃ আকাশবাণী কলকাতার দপ্তরে ১৯৭১ সালের ১৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় ডিউটি ছিল সংবাদ প্রযোজক উপেন তরফদারের। ডিউটি শেষে বেরনোর মুখেই তাকে বলা হল থেকে যেতে হবে, গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। মি. তরফদার কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। কিন্তু তার পুত্রবধূ দেবযানী আইচ ১৯৭১ সালের ১৬-১৭ই এপ্রিলের ঘটনাটা এতবার শুনেছেন যে পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে আছে সবটা।

তিনি বলছিলেন, তখনও মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়নি। তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। রাত প্রায় বারোটা বাজে। অফিস থেকে বেরনোর ঠিক আগেই বাবাইদের (উপেন তরফদার) বলা হল আজ রাতে বাড়ি যাওয়া যাবে না! কিন্তু কেন, সেসবরে কোনও উত্তর কারও জানা নেই, বলছিলেন দেবযানী আইচ।

মি. তরফদার আকাশবাণী কলকাতার প্রযোজক ছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রচারিত ও মি. তরফদারের প্রযোজিত সংবাদ বিচিত্রা আর সংবাদ পরিক্রমা অনুষ্ঠান দুটিই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিকামী মানুষের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

বেতার প্রযোজক উপেন তরফদারের পুত্রবধুর দেবযানী আইচের কথায়, তাদের বলা হল কলকাতা প্রেস ক্লাবে চলে যেতে। ওই অন্ধকারের মধ্যে হেঁটে হেঁটে তারা ময়দানে প্রেস ক্লাবে পৌঁছলেন। সেখানে দেখলেন আরও বেশ কিছু সাংবাদিক হাজির। তারাও কেউ জানে না কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে তাদের।

গাড়ি বহর তৈরি, কিন্তু গন্তব্য অজানা

সবটা তদারকি করছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্ব কমান্ড আর বিএসএফের জনসংযোগ অফিসারেরা।

একে একে অনেক গাড়ি এসে হাজির হয়েছিল কলকাতা প্রেস ক্লাবের সামনে।

ওইসব গাড়ি যোগাড় করে এনেছিলেন নীহার রঞ্জন চক্রবর্তী।

মি. চক্রবর্তী পড়াশোনা করতেন কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে, কিন্তু সমসাময়িক হওয়ার কারণে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বন্ধু ছিলেন গোলক মজুমদার।

গোলক মজুমদার সেই সময়ে ছিলেন বিএসএফের ইন্সপেক্টর জেনারেল।

মি. চক্রবর্তীর বয়স একশো বছর, কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি প্রখর। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষের সময়ে, ২০২০ সালের মার্চ মাসে যে আমি তার একটা সাক্ষাতকার নিয়েছিলাম, সেই কথা সাড়ে তিন বছর পরেও ২০২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বরে মনে আছে তার।

যেদিন উপেন তরফদারেরা কলকাতা প্রেস ক্লাবে হাজির হয়েছিলেন মাঝ রাতে, তার সপ্তাহ দুয়েক আগে মি. মজুমদার নিজে গিয়ে ভারত পাকিস্তান সীমান্ত থেকে নিয়ে এসেছেন আওয়ামী লীগের তৎকালীন মহাসচিব তাজউদ্দীন আহমেদ আর ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে। তারা দুজনেই ২৫শে মার্চের রাতে ঢাকা থেকে লুকিয়ে বেরিয়ে চলে এসেছিলেন। তিন দিন পরে তারা কুষ্টিয়া সীমান্তের কাছাকাছি পৌছিয়ে এক স্থানীয় বাঙালি সরকারি অফিসারের মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছিলেন বিএসএফকে যাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করানোর ব্যবস্থা করা যায়। সদ্য প্রকাশিত ইন্ডিয়াস সিক্রেট ওয়ার - বিএসএফ অ্যান্ড নাইন মান্থস টু দ্য বার্থ অফ বাংলাদেশ' বইতে উষীনর মজুমদার লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বানপুর গেদে সীমান্তে তখন মোতায়েন ছিলে বিএসএফের ৭৬ নম্বর ব্যাটালিয়ন।

আওয়ামী লীগ নেতাদের কথা জানতে পেরেই কলকাতায় বাহিনীর আইজি গোলক মজুমদারের কাছে মেসেজ পৌঁছিয়ে যায়।

তাজউদ্দীন আহমেদরা একেবারে সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছলেন ৩০ শে মার্চ। সেদিনই দিল্লি থেকে বাহিনীর মহাপরিচালক কেএফ রুস্তমজি বিশেষ বিমানে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন আর কলকাতা থেকে নদীয়ার দিকে জীপ নিয়ে দে।ড়লেন আইজি গোলক মজুমদার।

আওয়ামী লীগ নেতাদের কলকাতায় নিয়ে পৌঁছন সে রাতেই। পরের দিন কলকাতার নিউ মার্কেট থেকে পাজামা পাঞ্জাবি কিনে আনা হয় নেতাদের পরার জন্য।

আর পয়লা এপ্রিল মি. মজুমদার দিল্লি রওনা হলেন তাজউদ্দীন আহমেদ আর আমিরুল ইসলামকে নিয়ে। তেসরা এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমেদের সঙ্গে বৈঠক হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর।

কলকাতার সিনিয়র সাংবাদিক মানস ঘোষকে উদ্ধৃত করে উষীনর মজুমদার লিখছেন, সেই বৈঠকেই মিসেস গান্ধী তাজউদ্দীন আহমেদদের পরামর্শ দেন যে একটা সরকার গঠন করে ফেলা দরকার, যাতে মুক্তি যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক স্তরে মান্যতা দেওয়া যায়।

বিএসএফের প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক কে এফ রুস্তমজির সঙ্গেও দিল্লিতে বেশ কয়েকবার বৈঠক হয় তাজউদ্দীন আহমেদের। ওদিকে ইন্দিরা গান্ধী আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে মুক্তি যোদ্ধাদের সবধরনের সহায়তা দিতে হবে।

একদিকে চলল অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কোথায়, কীভাবে হবে, সেটা ঠিক করা অন্যদিকে চলছিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের সংবিধান রচনা।

যেসব আওয়ামী লীগ নেতা ভারত পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছিয়েছেন অথবা ভারতে প্রবেশ করেছেন, তাদের সঙ্গে দেখা করতে তাজউদ্দীন আহমেদ গেলেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের নানা রাজ্যে।

তাজউদ্দীন আহমেদের ওই সফরেই মোটামুটি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল কে কে অস্থায়ী সরকারে কোন বিভাগের মন্ত্রী হবেন।

উষীনর মজুমদার লিখেছেন, এপ্রিলের সাত - আট তারিখে রুস্তমজি পরামর্শ দেন যে শপথ গ্রহণ হবে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরেই।

গোলক মজুমদারের ওপরে ভার পড়ল শপথ গ্রহণের স্থান নির্বাচন করার।

একটা সম্ভাব্য স্থান ছিল রাজশাহীতে। অন্যটা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার সীমান্তের ওপাড়ে চুয়াডাঙ্গায়। রাজশাহীর পরিস্থিতি আদর্শ ছিল না। মজুমদার পরামর্শ দিলেন চুয়াডাঙ্গাই শপথ গ্রহণের জন্য আদর্শ জায়গা হবে, লিখেছেন উষীনর মজুমদার।

তিনি তার বইতে উল্লেখ করেছেন যে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে দিল্লি থেকে অনেক বিএসএফ কর্মকর্তাকে কলকাতায় উড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল।

পরিকল্পনা চূড়ান্ত হচ্ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্ব কমান্ডের সদর দপ্তর, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে, অতি গোপনীয়তার সঙ্গে।

অবশেষে স্থির হল যে ১৭ই এপ্রিল চুয়াডাঙ্গার বৈদ্যনাথতলার আমবাগানেই শপথ নেবে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার।

নীহার রঞ্জন চক্রবর্তী বলছিলেন, দুদিন আগে গোলক আমাকে বলে যে অনেকগুলো গাড়ি দরকার - প্রায় ২৫-৩০টা। কিন্তু কোনও সরকারি গাড়ি দেওয়া যাবে না বলেছিল গোলক। কোনও ভাবেই যাতে খবর না বের হয়, সেদিকেও নজর রাখতে বলা হয়েছিল।